বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়

কমিটি শাখা - ০১

www.parliament.gov.bd

কমিটির সিদ্ধান্ত

কমিটি: সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

তথ্য নিবন্ধন নম্বর:

তথ্য শিরোনাম: পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিপ্তরের ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০১১-২০১২ এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য।

পরীক্ষণ নম্বর:

পরীক্ষণ শিরোনাম: পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিপ্তরের ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০১১-২০১২ সংক্রান্ত পরীক্ষণ।

বৈঠক নম্বর: ৬

বৈঠকের তারিখ: ২০/০৬/২০১৯

বৈঠক শুরুর সময় : ১১:০০ পূর্বাহ্ন

বৈঠক শেষের সময় : ১২:৪০ অপরাহ্ন

বৈঠক স্থল : কেবিনেট কক্ষ, পশ্চিম ব্লক, লেভেল-২, সংসদ ভবন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

সভাপতি : জনাব মোঃ রুস্তম আলী ফরাজী

২.১. বৈঠকে উপস্থিত কমিটির সদস্যগণের তালিকা:

১. জনাব মোঃ রুস্তম আলী ফরাজী, সভাপতি, ১২৯ পিরোজপুর-৩
২. জনাব মোঃ আব্দুস শহীদ, সদস্য, ২৩৮ মৌলভীবাজার-৪
৩. জনাব র, আ, ম, উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী, সদস্য, ২৪৫ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩
৪. জনাব জহিরুল হক ভূঞা মোহন, সদস্য, ২০১ নরসিংদী-৩
৫. জনাব মনজুর হোসেন, সদস্য, ২১১ ফরিদপুর-১
৬. জনাব আহসানুল ইসলাম (টিটু), সদস্য, ১৩৫ টাঙ্গাইল-৬
৭. বেগম ওয়াসিকা আয়েশা খান, সদস্য, ৩০৭ মহিলা আসন-৭
৮. জনাব মোঃ জাহিদুর রহমান, সদস্য, ৫ ঠাকুরগাঁও-৩

২.২. বৈঠকে উপস্থিত সিএজি কার্যালয়াকর্মকর্তাগণের তালিকা:

১. জনাব মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী, বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক
২. জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা, উপ-মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক(এএন্ডআর)
৩. জনাব এ কে এম হাছিবুর রহমান, অতিরিক্ত উপ-মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সংসদ)
৪. জনাব মো: ফিরোজ খান, সহকারী মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক(রিপোর্ট)

২.৩. বৈঠকে উপস্থিত মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তাগণের তালিকা:

১. জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ, সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
২. জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম খান, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), স্থানীয় সরকার বিভাগ
৩. বেগম আসমা তামকীন, অতিরিক্ত সচিব (অডিট), স্থানীয় সরকার বিভাগ
৪. মোছাঃ নুরজাহান খাতুন, উপসচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ

২.৪. বৈঠকে উপস্থিত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণের তালিকা:

১. জনাব মোঃ খলিলুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী (চ: দা:), এলজিইডি
২. জনাব আব্দুল কুদ্দুস মন্ডল, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (অডিট), এলজিইডি
৩. জনাব মোঃ আলী আখতার হোসেন, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি
৪. জনাব মোহাম্মদ রফিকুল আলম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি
৫. জনাব মোঃ এনামুল হক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি
৬. জনাব সুশীল কুমার দাস, প্রকল্প পরিচালক, এলজিইডি
৭. জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী (অডিট), এলজিইডি

২.৫. বৈঠকে উপস্থিত অডিট অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের তালিকা:

১. খান মোঃ ফেরদাউসুর রহমান, মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর
২. জনাব মুহাম্মদ ছাইফুর রহমান জামালী, পরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর
৩. জনাব মোঃ মুনান হাওলাদার, উপ-পরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর
৪. জনাব মুহাম্মদ আলমগীর, অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর

২.৬. বৈঠকে উপস্থিত সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাগণের তালিকা:

১. জনাব মোঃ ফয়সাল মোর্শেদ, কমিটি সচিব, সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
২. জনাব মোহাম্মদ মোকাম্মেল হোসেন, সহকারী পরিচালক, গণসংযোগ

৩. প্রারম্ভিক কার্যাবলী

৩.১. আলোচ্য বিষয়: কোরাম ও বৈঠক শুরু।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি অনুযায়ী কোরাম সম্পন্ন হয়েছে বিধায় বৈঠক শুরুর বিষয়ে উপস্থিত সদস্যগণ ঐকমত্য প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, কোরাম সম্পন্ন হওয়ায় উপস্থিত কমিটির সদস্যগণ এবং সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ০৬ আষাঢ় ১৪২৬ (২০ জুন ২০১৯) তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার সকাল-১১:০০ ঘটিকায় ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সংসদ ভবনের পশ্চিম ব্লকের দ্বিতীয় লেভেলে অবস্থিত কেবিনেট কক্ষে একাদশ জাতীয় সংসদের সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৬ষ্ঠ বৈঠক শুরু করা হয়।

৩.২. আলোচ্য বিষয়: কমিটির কার্যক্রম সম্পর্কে সূচনা বক্তব্য।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সভাপতি বৈঠকের শুরুতে একাদশ জাতীয় সংসদের সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৬ষ্ঠ বৈঠক অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য এবং কমিটির ৬ষ্ঠ বৈঠকের কর্মপরিকল্পনার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন।

সভাপতি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম বলে বৈঠকে উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ, বৈঠকে আগত স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও অধঃস্তন দপ্তর/সংস্থার আমন্ত্রিত বিশেষজ্ঞ ও সাক্ষীগণ, অডিট আপত্তি উপস্থাপনের জন্য আমন্ত্রিত পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ, সিএজি কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ এবং সাচিবিক সহায়তা প্রদানকারী সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে একাদশ জাতীয় সংসদের সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৬ষ্ঠ বৈঠকের কার্যক্রম শুরু করেন।

তিনি বলেন, বর্তমান বৈঠকে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিপ্তরের ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০১১-২০১২ এ অন্তর্ভুক্ত অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং- ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮ পর্যালোচনা করা হবে এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের জবাব এ কমিটি পরীক্ষা করে সিদ্ধান্তগ্রহণ করবে।

তিনি বলেন, কমিটি অডিট আপত্তির বিষয়ে আলোচনাকালে প্রথমে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরকে অনুচ্ছেদ ওয়ারী হাল-নাগাদ জবাবের আলোকে আপত্তির ক্ষেত্রসমূহ কমিটির সামনে উপস্থাপনের জন্য বলছি। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যয় নির্বাহের সকল ক্ষেত্রে আর্থিক বিধি-বিধান অনুসৃত হয়েছে কিনা, ইত্যাদি বিষয় জানতে চাইব।

তিনি বলেন, বিদ্যমান এবং প্রাসঙ্গিক আর্থিক বিধি-বিধান সঠিকভাবে পরিপালন করা হয়েছে কিনা, বিভাগ ও অধঃস্তন দপ্তর/সংস্থা যথাযথভাবে পরিপালন করেছে কিনা সে বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরকে তাদের আপত্তির বিষয়টি কমিটির সামনে উপস্থাপন করতে হবে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিপ্তরের ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের বার্ষিক অডিট রিপোর্টটি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ভূয়া এবং নাম সর্বস্ব পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার দেখিয়ে জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে, অর্জিত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে ঠিকমত জমা করা হয়নি, চুক্তি মূল্য এবং বরাদ্দ অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে, বরাদ্দবিহীন খাত থেকে অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে, নির্মাণ ও মেরামত কাজে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হয়নি, অনিয়মিতভাবে এক খাতের অর্থ অন্য খাতে ব্যয় করা হয়েছে, নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত পিপি উপেক্ষা করা হয়েছে, আর্থিক ক্ষমতা, বিধি লঙ্ঘন করে বরাদ্দবিহীন ব্যয় করা হয়েছে, অনুমোদিত নক্সা, ডিজাইন, স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করা হয়নি এবং সরকারি রাজস্ব যথাযথভাবে আদায় করা হয়নি।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিপ্তরের এবং নিরীক্ষাধীন অফিসসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দুর্বল ছিল, সেখানে বাজেট বরাদ্দ/মঞ্জুরীর অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে, কোডাল ও আর্থিক বিধি-বিধান প্রতিপালনে অনীহা পরিলক্ষিত হয়েছে, অর্থ আদায়/কর্তন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য দেখা গিয়েছে এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস/২০০৮ এর প্রবিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি।

প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত সকল অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রগহণসহ আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনিয়মিত ব্যয় নিয়মিতকরণ করা, নিরীক্ষা আপত্তি নিরসনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সময়ানুগ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, আর্থিক বিধিবিধান এবং প্রশাসনিক আদেশ কঠোরভাবে প্রতিপালন নিশ্চিতকরণে কর্তৃপক্ষের তদারকি গতিশীল করা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করে তা নিরসনে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা, অনুমোদিত পিপি অনুসরণ নিশ্চিত করা, ঠিকাদারী বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশ যথাযথভাবে পরিপালন করা, যে কোডে অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায়, সেই কোডে অর্থ ব্যয় নিশ্চিত করা এবং রাজস্ব আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক মর্মে নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষের সার্বিক সুপারিশ ছিল।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সভাপতির সূচনা বক্তব্য ধন্যবাদের সাথে গ্রহণ করা হলো এবং তা কার্যবাহে সন্নিবেশন করার জন্য অনুশাসন প্রদান করা হলো।

৩.৩. আলোচ্য বিষয়: সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৪র্থ ও ৫ম বৈঠকের সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীকরণ/নিশ্চিতকরণ।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সভাপতি বলেন, নিশ্চয়ই কমিটির সদস্যগণ বৈঠকের ফোল্ডারে সরবরাহকৃত সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৪র্থ ও ৫ম বৈঠকের কমিটির সিদ্ধান্ত পড়েছেন। তিনি মাননীয় সদস্যবৃন্দকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ৪র্থ ও ৫ম বৈঠকের কমিটির সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধকরেণের বিষয়টি যথাযথ হয়ে থাকলে তা দৃঢ়ীকরণ বা নিশ্চিতকরণ করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, একাদশ জাতীয় সংসদের সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৪র্থ ও ৫ম বৈঠকের কমিটির সিদ্ধান্ত কমিটি কর্তৃক দৃঢ়ীকরণ/নিশ্চিতকরণ করা হলো।

৩.৪. আলোচ্য বিষয়: ব্রিফিং নোট বিবেচনা।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সভাপতি বলেন, নিশ্চয়ই কমিটির সদস্যগণ ব্রিফিং নোট পড়েছেন। অতঃপর ব্রিফিং নোটে পেশকৃত বিশেষজ্ঞগণের তালিকা, প্রশ্নের ধারা ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ব্রিফিং নোট পঠিত হয়েছে বলে গণ্য করা হলো এবং কমিটি কর্তৃক তা অনুমোদন করা হলো।

৪. গণ কার্যাবলী

৪.১. আলোচ্য বিষয়: সাক্ষ্য গ্রহণ: প্রশ্ন-উত্তর ও জেরা পর্ব (পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০১১-২০১২ এ অন্তর্ভুক্ত অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং- ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮।)

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: বৈঠকে আমন্ত্রিত কর্মকর্তাবৃন্দ সংশ্লিষ্ট আলোচ্য বিষয়ে কমিটির মাননীয় সদস্যগণের জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন সম্পর্কে সভাপতির আহ্বানক্রমে তাঁদের তাদের সুচিন্তিত জবাব প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, কমিটির সদস্যগণের জিজ্ঞাসার আলোকে সভাপতির আহ্বানক্রমে আমন্ত্রিত কর্মকর্তাগণের প্রদত্ত জবাব কার্যবাহে হুবহু রেকর্ড করার জন্য অনুশাসন দেয়া হলো।

৫. সমাপনী কার্যাবলী

৫.১. আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-১: অডিট আপত্তির শিরোনাম: ঠিকাদারের বিল হতে স্যালভেজ মালামালের মূল্য ও স্যালভেজ মালামালের মূল্যের উপর আয়কর এবং ভ্যাট কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি ৩,৭০,১২,১৮৬/- টাকা।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সভাপতি বলেন, এ অনুচ্ছেদে মোট ১৫টি নির্বাহী প্রকৌশলী অফিসের একই ধরনের ২০টি আপত্তি উপস্থাপন করা হয়েছে। অতঃপর তিনি উপানুচ্ছেদ অনুযায়ী ২০টি আপত্তি উত্থাপন করেন।

৫.১.১. আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-১(১): অডিট আপত্তির শিরোনাম: নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, টাঙ্গাইল: বিভিন্ন সড়ক উন্নয়ন কাজে উদ্ধার প্রাপ্ত মালামাল (স্যালভেজ) এর মূল্য কর্তন করে সরকারি কোষাগারে জমা না দেওয়ায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে ২১,৮১,৯৩৫/- টাকা।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সভাপতি বলেন, আপত্তিকৃত অর্থের মধ্যে রিপোর্টের পরিশিষ্টের ক্রমিক: ২-৫ বাবদ জড়িত অর্থ আদায় হওয়ায় জবাব ও প্রমাণকের আলোকে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয় কর্তৃক উক্ত অংশের বিষয়ে আংশিক নিষ্পত্তির সুপারিশ করেছে এবং অবশিষ্ট পাওনা আদায়ের জন্য বলেছে। অতঃপর তিনি ক্রমিক: ২-৫ বাবদ জড়িত অর্থের পরিমাণ কত এবং অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ কত জানতে চাইলে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জানান যে, আপত্তিকৃত ২১,৮১,৯৩৫/- টাকার মধ্যে হতে ৫,৫২,৩৭৮/- টাকা বাদে অবশিষ্ট টাকা আদায় হয়েছে। প্রধান প্রকৌশলী জানান যে, টাঙ্গাইলের ৫টি কাজের স্যালভেজ মেটারিয়ালসের আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছিলো। এর মধ্যে প্রথম কাজটির সাথে জড়িত অর্থের পরিমাণ ৫,৫২,৩৭৮/- টাকা। তিনি আরও বলেন, আপত্তিতে ক্যালকুলেশনে ভুল ছিলো। পরিমাণ হবে ৯৮,০৩১.৩৪ টাকা।

এলজিইডি টাঙ্গাইল কর্তৃক সরবরাহকৃত মেজারমেন্ট বুক অনুযায়ী কাজের নোয়া দেয়া হয় ৫/০৪/২০১১ সালে। কাজ শেষ হয়েছে ০৪/১০/২০১১ সালে। কিন্তু মেজারমেন্ট করা হয়েছে কাজ শেষের প্রায় ৩ বছর পরে ২১/০১/২০১৪ সালে। কাজটির চুক্তিমূল্য ছিলো ৬৮,৮১,৭৩৫ টাকা। ঐ হিসাবে পরিশোধিত টাকা এমবি অনুযায়ী ৪২,৪১,৫১৬ টাকা। এমবি হতে দেখা যায় যে, স্যালভেজ মেটারিয়ালস হিসাবে ৪৭.৮৮৩ ঘন মিটার বাবদ ২০৪০/- টাকা হারে মোট ৯৭,৬৮১/- টাকা বাদ দেয়া হয়েছে। কিন্তু চুক্তিমূল্য ৬৮,৮১,৭৩৫/- টাকার পরিবর্তে ৪২,৪১,৫১৬/- টাকা কেন পরিশোধ করা হলো তার কোন ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়নি এবং কার্য সমাপ্তির ২ বছর ৩ মাস পর কেনো মেজারমেন্ট গ্রহণ করা হলো এবং ৫,৫২,৩৭৮/- টাকার পরিবর্তে ৯৭,৬৮১/- টাকা গ্রহণ করা হলো তার কোন ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়নি। এ বিষয়ে প্রমাণকসহ বিস্তারিত জবাব পাওয়া গেলে অডিট বিবেচনা করবে। জবাবে প্রধান প্রকৌশলী জানান যে, চুক্তিমূল্য ৬৮,৮১,৭৩৫/- টাকা হলেও কাজটি বাতিল হয়ে যায় এবং উক্ত কাজের সম্পাদিত পরিমাণ ছিলো ৪২,৪১,৫১৬/- টাকার। সে অনুযায়ী উক্ত টাকার বিল প্রদান করা

হয়। রিমেনিং কাজ অন্য কন্ট্রাক্টর দিয়ে করানো হয়। মাননীয় সদস্য জনাব র,আ,ম, উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী কন্ট্রাক্টরের বিল পরিশোধের ভিত্তি সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রধান প্রকৌশলী বলেন, জরিমানা আদায় করা হয়েছে। জবাবে মাননীয় সদস্য জনাব র,আ,ম, উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী বলেন, জরিমানা আদায় তো সমাধান নয়। তিনি বলেন, যে ঠিকাদারের কাজ করার সক্ষমতা ছিল না এবং কাজ সমাপ্ত করতে পারেনি তার জামানত বাজেয়াপ্ত এবং জরিমানা আরোপ না করে যে পরিমাণ কাজ করেছে তা হিসাব করে সে জন্য বিল দেয়া ঐ সময়ে দায়িত্বপালনকারী নির্বাহী প্রকৌশলী দায়িত্বহীনতার কাজ করেছেন বিধায় তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা আবশ্যক ছিল। প্রধান প্রকৌশলী বলেন, পিপিআর অনুযায়ী কোন কাজের টার্মিনেশন হলে কন্ট্রাক্টর সম্পাদিত কাজের বিল পাবে। সে অনুযায়ী তাকে বিল পরিশোধ করা হয়েছে। হিসাব অনুযায়ী ২,৬৪,০২২/- টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। উক্ত নির্বাহী প্রকৌশলী বর্তমানে প্রধান কার্যালয়ে একটি প্রকল্পে ডিপিডি হিসেবে কর্মরত আছেন। ঠিকাদারকে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং ২ বছর পর্যন্ত সে কোন কাজ করতে পারবে না। পিপিআর অনুযায়ী উক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। ঠিকাদার কাজ না করলে নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিসারের কিছু করার থাকে না, কেননা সে সর্বনিম্ন দরদাতা হিসাবেই কাজটি পেয়েছিল। নির্বাহী প্রকৌশলী যেটা পারতো সেটা হলো আগে থেকে তদারকি করে ব্যবস্থা নিতে পারতো। মাননীয় সদস্য জনাব র,আ,ম, উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী আরও বলেন, একজন লোক কাজ করতে পারে না আবার তাকে প্রমোশন দিয়ে হেড কোয়ার্টারে পোস্টিং দিলেন, অবাক কথা! একজন অপদার্থের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা! সভাপতি যে অংশটুকুর কাজ হয়েছে সেটুকুর বিষয়ে অডিট সন্তুষ্ট কিনা জানতে চাইলে ডিজি, পূর্ত অডিট জানান যে, সন্তুষ্ট। সভাপতি জানান যে, কার্যাদেশ দেয়ার সময় আপনারা নিশ্চয়ই পিপিআর অনুযায়ী বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন। তিনি বলেন, সচিব এবং চীফ ইঞ্জিনিয়ার শীঘ্রই ফিল্ড পর্যায়ে যে সমস্ত নির্বাহী প্রকৌশলীরা এবং পিডিরা রয়েছেন তাদের নিকট এই বার্তা পৌছে দিবেন যে, কাজ না করলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। ১০ বছর আগে কাজের গাফিলতির জন্য এখন কারণ দর্শানো হচ্ছে। সুতরাং কেউই জবাবদিহীতার উর্দ্ধে নয়। সুতরাং একটি কমিটি করে তদন্ত পূর্বক উক্ত নির্বাহী প্রকৌশলী দায়ী হলে তার বিরুদ্ধে বিধিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

মাননীয় সদস্য জনাব আহসানুল ইসলাম (টিটু) বলেন, যদিও এটি অডিট আপত্তির ঘটনা নয়। তার পরও প্রাসঙ্গিক বলে আলোচনা করছি। আপনাদের জেলায় একজন নির্বাহী প্রকৌশলী এবং উপজেলায় একজন ইঞ্জিনিয়ার থাকেন। আমি একেবারে স্পেসিফিক বলছি, আমার নির্বাচনী এলাকা দেলদুয়ার, নাগরপুর, টাঙ্গাইলের উপজেলা ইঞ্জিনিয়ারকে অফিসে খুঁজে পাওয়া যায় না। আমিতো ভালো, ইউএনও পর্যন্ত তাকে খুঁজে পায় না। আমি পত্রিকা মারফত খবর পেলাম একটি স্কুলের ছাদ ভেঙ্গে পড়ছে। আমি নাগরপুরের ইঞ্জিনিয়ারকে জিজ্ঞাসা করাতে উনি বললেন স্যার বাঁশ আগে খুলে নেওয়াতে ছাদ ভেঙ্গে পড়েছে। রাস্তাগুলি নির্মাণে দীর্ঘ-সূত্রিতা লক্ষ করা যায়। কন্ট্রাক্টর কন্ট্রাক্ট নিয়ে সাব কন্ট্রাক্টরকে দিয়ে দেয়। নির্দিষ্ট সময়ে রাস্তা নির্মাণ হয় না। রাস্তা নির্মাণে দৃশ্যমান কোন সাইনবোর্ড টানানো থাকে না। কবে শুরু হলো, কবে শেষ হবে, কত টাকার কাজ, কে করবে ইত্যাদি উক্ত সাইনবোর্ডে থাকার কথা। কিন্তু তা থাকে না। জেলার ইঞ্জিনিয়াররা তারা যে কন্ট্রাক্টরকে কাজ দেন সেগুলো যেনো দৃশ্যমান থাকে এবং সময় মতো আদায় করে নেয়া হয়, এখানে কোন গাফিলতি মেনে নেয়া হবে না। প্রত্যেকটি প্রাইমারী স্কুলের বিল্ডিংগুলো আরো খারাপ। এলজিইডি উক্ত স্কুলগুলো নির্মাণ করছে। স্কুল হ্যান্ডওভারের আগেই ওপর থেকে খুলে পড়ে। আপনি যে কোন লোক আমার সাথে পাঠান, আমি হাতে কলমে দেখিয়ে দিবো। এতে সরকারের টাকা ব্যয় হচ্ছে, অর্থ ব্যয় হচ্ছে, কিন্তু মান সম্পন্ন উন্নয়ন আমরা দিতে পারছি না। আমার মনে হয় যেহেতু আপনারা নতুন দায়িত্বে এসেছেন, সেহেতু আপনাদের মাধ্যমে আগামীতে একটি দৃশ্যমান উন্নয়ন কামনা করছি।

সিদ্ধান্ত-১: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আদায়কৃত অংশটুকুর ১৬,২৯,৫৫৭/- টাকার বিষয়ে সিএজির সুপারিশ থাকায় নিষ্পত্তি করা হলো এবং অবশিষ্ট পাওনা অনধিক এক মাসের মধ্যে আদায় করতে হবে। জড়িতদের বিরুদ্ধে কেন পদক্ষেপ নেওয়া হবে না মর্মে যারা এ জন্য দায়ী তাদের নিকট ব্যাখ্যা চেয়ে সে আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে কমিটিকে গৃহীত ব্যবস্থার অগ্রগতি অবহিত করতে হবে।

সিদ্ধান্ত-২: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী শীঘ্রই ফিল্ড পর্যায়ে যে সমস্ত নির্বাহী প্রকৌশলী এবং প্রকল্প পরিচালক রয়েছেন তাদের নিকট এই মর্মে বার্তা পৌছে দিবেন যে, যথাযথভাবে কাজ না করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং জাতীয় সংসদের সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এ বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর অনুশাসন প্রদান করেছে।

৫.১.২. আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-১(২): অডিট আপত্তির শিরোনাম নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, মাদারীপুর: বিভিন্ন সড়ক উন্নয়ন কাজে উদ্ধার প্রাপ্ত মালামাল (স্যালভেজ) এর মূল্য কর্তন করে সরকারি কোষাগারে জমা না দেওয়ায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে ৪৯,৩৭,০১২/- টাকা।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সভাপতি বলেন, আপত্তিকৃত অর্থ আদায় হওয়ায় জবাব ও প্রমাণকের আলোকে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয় কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করেছে।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, অর্থ আদায় হওয়ায় জবাব ও প্রমাণকের আলোকে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও সিএজি ক. কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করেছে বিধায় কমিটি কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হলো।

৫.১.৩. আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-১(৩): অডিট আপত্তির শিরোনাম নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, মাদারীপুর: বিভিন্ন সড়ক উন্নয়ন কাজে উদ্ধার প্রাপ্ত মালামাল (স্যালভেজ) এর মূল্য কর্তন করে সরকারি কোষাগারে জমা না দেওয়ায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে ৩১,২১,০৪৯/- টাকা।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সভাপতি বলেন, আপত্তিকৃত অর্থ আদায় হওয়ায় জবাব ও প্রমাণকের আলোকে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয় কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করেছে।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, অর্থ আদায় হওয়ায় জবাব ও প্রমাণকের আলোকে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয় কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করেছে বিধায় কমিটি কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হলো।

৫.১.৪. আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-১(৪): অডিট আপত্তির শিরোনাম নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, কক্সবাজার: ঠিকাদার বিলের Gross Amount থেকে স্যালভেজ (salvage) মালামালের মূল্য বাদ দিয়ে ভ্যাট ও আয়কর কর্তন করায় সরকার স্যালভেজ (salvage) মালামালের উপর ভ্যাট ও আয়কর হতে বঞ্চিত হয়েছে। ফলে ভ্যাট ও আয়কর বাবদ ২,২০,৪১৫/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সভাপতি বলেন, আপত্তিকৃত অর্থ আদায় হওয়ায় জবাব ও প্রমাণকের আলোকে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয় কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করেছে।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, অর্থ আদায় হওয়ায় জবাব ও প্রমাণকের আলোকে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয় কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করেছে বিধায় কমিটি কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হলো।

৫.১.৫. আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-১(৫): অডিট আপত্তির শিরোনাম নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, পিরোজপুর: ঠিকাদার বিলের Gross Amount থেকে স্যালভেজ (salvage) মালামালের মূল্য বাদ দিয়ে ভ্যাট ও আয়কর কর্তন করায় সরকার স্যালভেজ (salvage) মালামালের উপর ভ্যাট ও আয়কর হতে বঞ্চিত হয়েছে। ফলে ভ্যাট ও আয়কর বাবদ ৫,৬৪,৯১০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সভাপতি বলেন, আপত্তিকৃত অর্থ আদায় হওয়ায় জবাব ও প্রমাণকের আলোকে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয় কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করেছে।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, অর্থ আদায় হওয়ায় জবাব ও প্রমাণকের আলোকে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয় কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করেছে বিধায় কমিটি কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হলো।

৫.১.৬. আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-১(৬): অডিট আপত্তির শিরোনাম নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, বরগুনা: ঠিকাদার বিলের Gross Amount থেকে স্যালভেজ (salvage) মালামালের মূল্য বাদ দিয়ে ভ্যাট ও আয়কর কর্তন করায় সরকার স্যালভেজ (salvage) মালামালের উপর ভ্যাট ও আয়কর হতে বঞ্চিত হয়েছে। ফলে ভ্যাট ও আয়কর বাবদ ২,২৪,৫৬৪/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সভাপতি বলেন, আপত্তিকৃত অর্থ আদায় হওয়ায় জবাব ও প্রমাণকের আলোকে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয় কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করেছে।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, অর্থ আদায় হওয়ায় জবাব ও প্রমাণকের আলোকে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয় কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করেছে বিধায় কমিটি কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হলো।

৫.১.৭. আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-১(৭): অডিট আপত্তির শিরোনাম নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, চুয়াডাঙ্গা: ঠিকাদার বিলের Gross Amount থেকে স্যালভেজ (salvage) মালামালের মূল্য বাদ দিয়ে ভ্যাট ও আয়কর কর্তন করায় সরকার স্যালভেজ (salvage) মালামালের উপর ভ্যাট ও আয়কর হতে বঞ্চিত হয়েছে। ফলে ভ্যাট ও আয়কর বাবদ ২,৪৬,১৫৮/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সভাপতি বলেন, আপত্তিকৃত অর্থ আদায় হওয়ায় জবাব ও প্রমাণকের আলোকে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয় কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করেছে।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, অর্থ আদায় হওয়ায় জবাব ও প্রমাণকের আলোকে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয় কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করেছে বিধায় কমিটি কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হলো।

৫.১.৮. আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-১(৮): অডিট আপত্তির শিরোনাম নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, টাঙ্গাইল: রাস্তা হতে যে পরিমান ইট পাওয়ার কথা তাহা অপেক্ষা কম পরিমাণ ইটের মূল্য বাদ দেয়ায় ৩১,৯৭,৫০২/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সভাপতি বলেন, আপত্তিকৃত অর্থ আদায় হওয়ায় জবাব ও প্রমাণকের আলোকে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয় কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করেছে।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, অর্থ আদায় হওয়ায় জবাব ও প্রমাণকের আলোকে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয় কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করেছে বিধায় কমিটি কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হলো।

৫.১.৯. আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-১(৯): অডিট আপত্তির শিরোনাম নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, বরগুনা: রাস্তা হতে যে পরিমান ইট পাওয়ার কথা তাহা অপেক্ষা কম পরিমাণ ইটের মূল্য বাদ দেয়ায় ১৩,৩৭,২৩০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সভাপতি বলেন, অডিটি প্রতিষ্ঠান এলজিইডি, বরগুনা এবং পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয়ের জবাবের মধ্যে আপত্তিকৃত টাকার ফিগারের বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে। এলজিইডি, বরগুনার তথ্য অনুযায়ী ১৫০০ মিটার রাস্তায় প্রাপ্ত পুরাতন ইটের মূল্য ১১,৪০,০২২/- টাকা, পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী রাস্তার দৈর্ঘ্য ২৪৯০ মিটার ধরিয়া পুরাতন ইটের মূল্য ২২,৬৯,১৪২/- টাকা, সিএজি কার্যালয়ের মন্তব্য হলো প্রকৃতপক্ষে ১৫০০ মিটার দুরত্ব বিবেচনায় নিয়েই স্যালভেজড্ ম্যাটেরিয়ালস এর মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ২২,৬৯,১৪২/- টাকা। তাই সিএজি কার্যালয় কর্তৃক অবশিষ্ট ১১,২৯,১২০/- টাকা আদায় করা আবশ্যক মর্মে মন্তব্য করা হয়েছে। কিন্তু, মূল রিপোর্টে আপত্তিকৃত অর্থের পরিমান ১৩,৩৭,২৩০/- টাকা উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া সিএজি কার্যালয় কর্তৃক আপত্তিতে আইডি নং ৫০৪০৯৪০১৮ স্থলে ৫০৪০৯৪০৫৬ পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ভুলবশত উল্লেখের কথা বলা হয়েছে। অতঃপর তিনি কোন আইডিটি সঠিক এবং টাকার ফিগারের বিভ্রান্তির বিষয়ে সচিব মন্তব্য জানতে চান। পাওনার কতটুকু আদায় হয়েছে এবং কি পরিমাণ পাওনা বাকী আছে জানতে চাইলে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জানান যে, অডিট আপত্তির বিস্তারিত পর্যালোচনায় আপত্তিটি সঠিক ছিলো এবং ১৫০০ মিটার ধরেই আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছিল। সে অনুযায়ী স্যালভেজ মেটেরিয়ালের মূল্য বাবদ ২২,৬৯,১৪২/- টাকার মধ্য হতে ১১,৪০,০২২/- টাকা আদায়ের প্রমাণক পাওয়া গেছে। অবশিষ্ট ১১,২৯,১২০/- টাকা আদায় করতে হবে। সংস্থার প্রেরিত প্রাক্কলনের সহিত এমবি ও বিলের কপি সরবরাহ করা হয়নি। উহা প্রেরণ করা হলে আরও পর্যালোচনা করা যেতো। প্রধান প্রকৌশলী জানান যে, এটি অডিটের সাথে বসে পুনরালোচনা করা প্রয়োজন। সভাপতি এ বিষয়ে ১ মাসের সময় দিয়ে ৩-সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি করে দেন। উক্ত কমিটিতে স্থানীয় সরকার বিভাগের একজন অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীর পক্ষে একজন প্রতিনিধি এবং অডিট অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি থাকবে। মাননীয় সদস্য জনাব মোঃ আব্দুস শহীদ বলেন, এখানে ২০১১-২০১২ এর অডিট আপত্তি নিয়ে বসেছি যা ৭-৮ বছর আগের। কিন্তু পার্লামেন্ট যে উদ্দেশ্যে অর্থ বরাদ্দ দিলো তা সঠিক ব্যবহার হচ্ছে কিনা, পারফরমেন্স অডিট সে রকমভাবে কেন হচ্ছে না এবং বাজেটের বিভিন্ন দিক নিয়ে এখানে আলোচনা করা দরকার।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আদায়কৃত অংশটুকুর ১১,৪০,০২২/- টাকার বিষয়ে সিএজির সুপারিশ থাকায় নিষ্পত্তি করা হলো এবং অবশিষ্ট পাওনা ১১,২৯,১২০/- টাকার বিষয়ে অনধিক এক মাসের মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের একজন অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীর পক্ষে একজন প্রতিনিধি এবং অডিট অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধির সমন্বয়ে ৩-সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয়ের মাধ্যমে কমিটিকে অবহিত করতে হবে।

৫.১.১০. আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-১(১০): অডিট আপত্তির শিরোনাম নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, ঢাকা: রাস্তা হতে যে পরিমান ইট পাওয়ার কথা তাহা অপেক্ষা কম পরিমাণ ইটের মূল্য বাদ দেয়ায় ১০,০৯,১৪৪/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সভাপতি বলেন, আপত্তিকৃত অর্থ আদায় হওয়ায় জবাব ও প্রমাণকের আলোকে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয় কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করেছে।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, অর্থ আদায় হওয়ায় জবাব ও প্রমাণকের আলোকে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয় কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করেছে বিধায় কমিটি কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হলো।

৫.১.১১. আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-১(১১): অডিট আপত্তির শিরোনাম নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, পিরোজপুর: ইটের মূল্য ঠিকাদারের বিল হতে কর্তন না করায় ৪,১৫,৮০০/- টাকা ক্ষতি হয়েছে।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সভাপতি বলেন, ঠিকাদারী বিল হতে স্যালভেজ মূল্য বাদ দিয়ে চুড়ান্ত বিল পরিশোধের প্রমাণকের আলোকে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয় কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করেছে।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ঠিকাদারী বিল হতে স্যালভেজ মূল্য বাদ দিয়ে চুড়ান্ত বিল পরিশোধের প্রমাণকের আলোকে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয় কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করেছে বিধায় কমিটি কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হলো।

৫.১.১২. আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-১(১২): অডিট আপত্তির শিরোনাম নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, নেত্রকোনা: ইটের মূল্য ঠিকাদারের বিল হতে কর্তন না করায় ১,২৬,৮৪,২৫০/- টাকা ক্ষতি হয়েছে।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সভাপতি বলেন, আপত্তিকৃত রাস্তা সমূহ কাঁচা থাকার প্রমাণকের আলোকে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয় কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করেছে।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আপত্তিকৃত রাস্তা সমূহ কাঁচা থাকার প্রমাণকের আলোকে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয় কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করেছে বিধায় কমিটি কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হলো।

৫.১.১৩. আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-১(১৩): অডিট আপত্তির শিরোনাম নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, হবিগঞ্জ: স্যালভেজড এর মূল্য কম নির্ধারন করতঃ প্রাক্কলন অনুমোদন করেন যা সরকারের স্বার্থ সংরক্ষণ না করে ঠিকাদারের স্বার্থ সংরক্ষণে সহায়ক। ফলে স্যালভেজ মালামাল বাবদ ধার্যকৃত ৪৪,১০,৭৩৫/- টাকা বিল হতে কর্তন না করায় সরকার রাজস্ব প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সভাপতি বলেন, আপত্তিকৃত ৫টি রাস্তার সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যে পুরাতন এইচবিবি বিদ্যমান ছিল না। অডিট কর্তৃক সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যে স্যালভেজ মালামাল হিসাব করে এর মূল্য ৪৪,১০,৮১৫/- টাকা দেখানো হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে রাস্তার প্রাপ্ত স্যালভেজ মালামালের মূল্য হবে ৩১,৪৪,১৪৫/- টাকা। Salvage Material এর মূল্য বাবদ ৩১,৪৪,১৪৫/- টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে। প্রমাণক হিসেবে চালান ও iBAS কপি সংযুক্ত থাকার প্রমাণকের আলোকে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয় কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করেছে। অতঃপর তিনি সংস্থা কর্তৃক পুনঃ নির্ধারিত স্যালভেজ মূল্যের সাথে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয় একমত কিনা জানতে চাইলে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জানান যে, একমত এবং তারা নিষ্পত্তির সুপারিশ করেছেন।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পুনঃ নির্ধারিত স্যালভেজ মূল্যের সাথে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয় একমত হওয়ায় মূল আপত্তির পরিমাণ সে অনুযায়ী সংশোধিত হয়ে ৩১,৪৪,১৪৫/- টাকা হবে। পুনঃ নির্ধারিত স্যালভেজ মূল্য আদায় হওয়ায় এবং সে বিষয়ে সিএজির সুপারিশ থাকায় কমিটি কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হলো।

৫.১.১৪. আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-১(১৪): অডিট আপত্তির শিরোনাম নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, পাবনা: স্যালভেজড ইটের পরিমাণ প্রাক্কলনে না দেখানোর ফলে সরকারের ৪,১৪,৪২২/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সভাপতি বলেন, প্রমাণক হিসেবে যে প্রাক্কলনের কপি প্রেরণ করা হয়েছে তাতে স্যালভেজড্ ম্যাটেরিয়ালস এর মূল্য দেখানো হয়েছে ২২,৭৪৬.৯৮ টাকা। অন্যদিকে, আদায়ের প্রমাণক হিসেবে যে এমবি প্রেরণ করা হয়েছে তাতে স্যালভেজড্ ম্যাটেরিয়ালস এর মূল্য কর্তনের কোন এন্ট্রি পাওয়া যায়নি। জিগাতলা-লক্ষীকুন্ডা-পাকুরিয়া সড়ক বিষয়ক যে বিল প্রেরণ করা হয়েছে তাতে মাত্র ২,৫০,৫৮৯/- টাকা এক বার যোগ করে আবার বিয়োগ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে কোনো কর্তন করা হয়নি। উপরন্তু, মাঝপাড়া-চন্দ্রপুর বাজার সড়ক সংশ্লিষ্ট আপত্তিকৃত ১,৬৩,৮৩৩/- টাকা বিষয়ে কোনো জবাব দেওয়া হয়নি। দাখিলকৃত প্রমাণক খুবই অস্পষ্ট। তাই আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ের যথাযথ প্রমাণক প্রেরণ করা আবশ্যক মর্মে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর অনুরোধ জানিয়েছে। সভাপতি অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব মেনে নিয়েছেন কিনা মর্মে অডিট অধিদপ্তরকে প্রশ্ন করলে ডিসিএজি (এএন্ডআর) জানান যে, আপত্তিটির ২টি অংশ আছে। একটি হলো ১,৬৩,৮৩৩/- টাকার এবং অন্য অংশ হচ্ছে ২,৫০,৫৮৯/- টাকা। অডিটি ১,৬৩,৮৩৩/- টাকার বিষয়ে কোন জবাব দেয়নি। ২,৫০,৫৮৯/- টাকা সংশ্লিষ্ট যে অংশ আছে সে অংশের জবাব দিয়েছেন। কিন্তু অডিটের আপত্তি ২,৫০,৫৮৯ টাকা এবং অডিটি বলছে ২২,৭৪৬/- টাকা। প্রমাণক হিসাবে প্রেরিত এমবিতে ২,৫০,৫৮৯/- টাকা কর্তনের কোন এন্ট্রি নাই। অতএব অডিটির জবাবটা অস্পষ্ট বা তথ্য নির্ভর নয়। অডিটি যে যে বিলটা তৈরী করে একাউন্টস অফিসে পাঠিয়েছেন সেখানে একবার ২,৫০,৫৮৯/- টাকা যোগ করেছেন আবার বিয়োগ করেছেন। বাস্তবে টাকাটি কর্তন করা হয়নি। সচিব অডিটের সাথে বসে বিষয়টি পর্যালোচনা করে আগামী বৈঠকে জবাব প্রদান করার জন্য সময় প্রার্থনা করেন।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষের সাথে বসে বিষয়টি নিষ্পত্তি করে সিএজি কার্যালয়ের মাধ্যমে পরবর্তী বৈঠকে কমিটিকে অবহিত করতে হবে।

৫.১.১৫. আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-১(১৫): অডিট আপত্তির শিরোনাম নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, মানিকগঞ্জ: স্যালভেজ ম্যাটেরিয়াল হিসাবে এমএস রড এবং ইট পাওয়া গেলেও এর মূল্য বাবদ মোট ৩,৩২,৩১৬/- টাকা গ্রস বিল হতে কর্তন করা হয়নি।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সভাপতি বলেন, আপত্তিটির ৩টি অংশ রয়েছে, যা আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা করা হবে। ডিসিএজি (এএন্ডআর) বলেন, প্রাক্কলন তৈরীর সময় স্যালভেজ মূল্য বাদ দিয়ে প্রাক্কলন তৈরী করা হয়। যা এমবিতে উল্লেখ পূর্বক দেখাতে হয়। তখন ফাইনালী স্যালভেজের মূল্য বাদ দেয়া হয়েছে বলে ধরা হয়। দ্বিতীয়ত, এখানে আপত্তির তিনটি অংশ রয়েছে। ১৫(১) এর বিষয়ে আমরা নিষ্পত্তির সুপারিশ করেছি। অন্যদিকে ১৫(২) ও ১৫(৩) এর ব্যাপারে জবাব দেয়া হয়েছে তার সমর্থনে কোন গ্রহণযোগ্য প্রমাণক আপনারা দেন নাই। গ্রহণযোগ্য প্রমাণক দিলে যাচাই বাছাই করে মন্তব্য করা সম্ভব হবে। ডিজি, পূর্ত অডিট বলেন যে, ১৫(১) নিষ্পত্তিযোগ্য, কিন্তু ১৫(২) ও ১৫(৩) এর ক্ষেত্রে অর্থ আদায় করতে হবে। সভাপতি অডিটি প্রতিষ্ঠান, অডিট অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয়ের মন্তব্য পাঠ শেষে অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব জানতে চান। প্রধান প্রকৌশলী জানান যে, আপত্তির বিষয়ে অডিট অধিদপ্তরের সহিত বসে পরবর্তী সভার পূর্বে একটি সিদ্ধান্তে পৌছানো সম্ভব হবে।

৫.১.১৫.১. আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-১(১৫)(১): অডিট আপত্তির শিরোনাম নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, মানিকগঞ্জ: স্যালভেজ ম্যাটেরিয়াল হিসাবে এমএস রড এবং ইট পাওয়া গেলেও এর মূল্য বাবদ মোট ৩,৮১৮/- টাকা গ্রস বিল হতে কর্তন করা হয়নি।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সভাপতি বলেন, আপত্তিকৃত ৩,৮১৮/- টাকা আদায় করে সরকারী কোষাগারে জমা করা হয়েছে। যাচাইকৃত চালান ও iBAS কপি সিএজি কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সিএজি কার্যালয় কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করেছে।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, অর্থ আদায় হওয়ায় জবাব ও প্রমাণকের আলোকে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয় কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করেছে বিধায় কমিটি কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হলো।

৫.১.১৫.২. আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-১(১৫)(২): অডিট আপত্তির শিরোনাম নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, মানিকগঞ্জ: স্যালভেজ ম্যাটেরিয়াল হিসাবে এমএস রড এবং ইট পাওয়া গেলেও এর মূল্য বাবদ মোট ১,৯৭,২৫৯/- টাকা গ্রস বিল হতে কর্তন করা হয়নি।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সভাপতি বলেন, অডিটি কর্তৃক বলা হয়েছে যে, ঠিকাদারের বিল হতে পুরাতন ইটের খোয়ার মূল্য বাদ দিয়ে বিল পরিশোধ করা হয়েছে। সিএজি কার্যালয় কর্তৃক বলা হয় যে, প্রেরিত এমবি ও বিলের কোথাও স্যালভেজড্ ম্যাটেরিয়ালস এর মূল্য কর্তনের এন্ট্রি পাওয়া যায়নি। নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ বলে যে, স্পষ্ট প্রাক্কলন ও এমবি প্রেরণ করা হলে যাচাই বাছাই পূর্বক মন্তব্য প্রদান করা সম্ভবপর হবে।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, অনধিক ৭ দিনের মধ্যে নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ বরাবর স্পষ্ট প্রমাণক দাখিল করতে হবে। নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষের সাথে বসে বিষয়টি নিষ্পত্তি করে সিএজি কার্যালয়ের মাধ্যমে পরবর্তী বৈঠকে কমিটিকে অবহিত করতে হবে।

৫.১.১৫.৩. আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-১(১৫)(৩): অডিট আপত্তির শিরোনাম নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, মানিকগঞ্জ: স্যালভেজ ম্যাটেরিয়াল হিসাবে এমএস রড এবং ইট পাওয়া গেলেও এর মূল্য বাবদ মোট ১,৩১,২৩৯/-টাকা গ্রস বিল হতে কর্তন করা হয়নি।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সভাপতি বলেন, আপত্তিকৃত ১,৩১,২৩৯/- টাকা ঠিকাদারের বিল হতে কর্তন করা হয়েছে। প্রমাণক হিসেবে বিলের কপি সিএজি কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সিএজি কার্যালয় কর্তৃক বলা হয় যে, জবাবের সাথে বিলের অফিস কপি প্রেরণ করা হয়েছে যা থেকে কর্তন ও হিসাবভুক্তি নিশ্চিত হওয়া যায় না। সুতরাং কর্তন ও সঠিক হিসাবভুক্তির যথাযথ প্রমাণক আবশ্যক।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, অনধিক ৭ দিনের মধ্যে নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ বরাবর স্পষ্ট প্রমাণক দাখিল করতে হবে। নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষের সাথে বসে বিষয়টি নিষ্পত্তি করে সিএজি কার্যালয়ের মাধ্যমে পরবর্তী বৈঠকে কমিটিকে অবহিত করতে হবে।

৫.১.১৬. আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-১(১৬): অডিট আপত্তির শিরোনাম নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, ঝিনাইদহ: উদ্ধারকৃত বিভাগীয় মালামাল যা কাজে ব্যবহৃত হয়েছে তা বাদ দিয়ে বিলের পরিমাণ নির্ধারণ করে তার উপর ভ্যাট ও আয়কর কর্তন করায় আরো কর্তনযোগ্য ভ্যাট বাবদ ৪,৪৯,৬৬৩/- টাকা আদায় করা হয়নি।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সভাপতি বলেন, ঠিকাদারের বিল হতে স্যালভেজ মালামালের মূল্যের উপর ভ্যাট কর্তন করে সরকারী কোষাগারে জমা করায় আপত্তিকৃত অর্থ আদায় হওয়ায় জবাব ও প্রমাণকের আলোকে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয় কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করেছে।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, অর্থ আদায় হওয়ায় জবাব ও প্রমাণকের আলোকে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয় কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করেছে বিধায় কমিটি কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হলো।

৫.১.১৭. আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-১(১৭): অডিট আপত্তির শিরোনাম নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, ঝিনাইদহ: উদ্ধারকৃত বিভাগীয় মালামাল যা কাজে ব্যবহৃত হয়েছে তা বাদ দিয়ে বিলের পরিমাণ নির্ধারণ করে তার উপর ভ্যাট ও আয়কর কর্তন করায় আরো কর্তনযোগ্য আয়কর বাবদ ৩,৯০,৯৬৩/- টাকা আদায় করা হয়নি।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সভাপতি বলেন, ঠিকাদারের বিল হতে স্যালভেজ মালামালের মূল্যের উপর আয়কর কর্তন করে সরকারী কোষাগারে জমা করায় আপত্তিকৃত অর্থ আদায় হওয়ায় জবাব ও প্রমাণকের আলোকে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয় কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করেছে।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, অর্থ আদায় হওয়ায় জবাব ও প্রমাণকের আলোকে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয় কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করেছে বিধায় কমিটি কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হলো।

৫.১.১৮. আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-১(১৮): অডিট আপত্তির শিরোনাম নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, খাগড়াছড়ি: ঠিকাদারের বিল পরিশোধকালে সরকারি নির্দেশ মোতাবেক নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের ১,৪৭,৭৫১/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সভাপতি বলেন, আপত্তিকৃত ১,৪৭,৭৫১/- টাকা চালানে সরকারী কোষাগারে জমা করায় আপত্তিকৃত অর্থ আদায় হওয়ায় জবাব ও প্রমাণকের আলোকে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয় কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করেছে।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, অর্থ আদায় হওয়ায় জবাব ও প্রমাণকের আলোকে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয় কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করেছে বিধায় কমিটি কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হলো।

৫.১.১৯. আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-১(১৯): অডিট আপত্তির শিরোনাম নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, ঠাকুরগাঁও: ঠিকাদারের বিল পরিশোধকালে সরকারি নির্দেশ মোতাবেক নির্ধারিত হারে ভ্যাট ও আয়কর কর্তন না করায় সরকারের ৫,১২,৮২৯/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সভাপতি বলেন, আপত্তিকৃত ভ্যাট বাবদ ২,৯৬,৯০১/- টাকা এবং আয়কর বাবদ ২,১৫,৯২৮/- টাকা মোট ৫,১২,৮২৯/- টাকা কর্তন করে চালানে সরকারী কোষাগারে জমা করায় আপত্তিকৃত অর্থ আদায় হওয়ায় জবাব ও প্রমাণকের আলোকে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয় কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করেছে।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, অর্থ আদায় হওয়ায় জবাব ও প্রমাণকের আলোকে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয় কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করেছে বিধায় কমিটি কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হলো।

৫.১.২০. আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-১(২০): অডিট আপত্তির শিরোনাম নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, বরিশাল: ঠিকাদারের বিল পরিশোধকালে সরকারি নির্দেশ মোতাবেক নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের ২,১৩,৫৩৮/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সভাপতি বলেন, আপত্তিকৃত ২,১৩,৫৩৮/- টাকা সরকারী কোষাগারে জমা করায় আপত্তিকৃত অর্থ আদায় হওয়ায় জবাব ও প্রমাণকের আলোকে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয় কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করেছে।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, অর্থ আদায় হওয়ায় জবাব ও প্রমাণকের আলোকে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয় কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তির সুপারিশ করেছে বিধায় কমিটি কর্তৃক আপত্তির এ অংশটুকু নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হলো।

৫.২. আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-২: অডিট আপত্তির শিরোনাম: স্ট্যান্ডার্ড রোড ডিজাইন লংঘন করে ইউনিয়ন সড়ক মেরামত কাজে সিলকোট ও ডব্লিউবিএম কাজে অতিরিক্ত পুরুত্ব প্রাক্কলনে অন্তর্ভুক্ত করে অনুমোদন প্রদান এবং সে অনুযায়ী বিল পরিশোধ করায় সরকারের ৩,৯০,৭৬,৬২৭/-টাকা ক্ষতি।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সভাপতি বলেন, এ অনুচ্ছেদে একই ধরণের মোট ১৭টি আপত্তি একীভূত করা হয়েছে। আপত্তিসমূহ রাস্তার মেরামত কাজ ৭ মিমি সীলকোট এর পরিবর্তে ১২মিমি সীলকোট দ্বারা সম্পাদন সংক্রান্ত। পিডাব্লিউডি এর সংশ্লিষ্ট কোডে মেরামত কাজে রাস্তার পুরুত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে নির্বাহী প্রকৌশলীর এখতিয়ার থাকায় ১০ম জাতীয় সংসদের সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২৬তম বৈঠকে একই ধরণের আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ হওয়ায় আলোচ্য আপত্তিটির বিষয়ে একইরূপ সুপারিশ গৃহীত হতে পারে মর্মে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয় কর্তৃক এ আপত্তিটির ১৭টি উপানুচ্ছেদের বিষয়েই নিষ্পত্তির সুপারিশ করেছে।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয় কর্তৃক আপত্তিটি নিষ্পত্তির সুপারিশ করেছে বিধায় কমিটি কর্তৃক আপত্তিটি নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হলো।

৫.৩. আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-৩: অডিট আপত্তির শিরোনাম: সরকার কর্তৃক জারিকৃত নির্ধারিত রোড ডিজাইন উপেক্ষা করে সড়ক বেডে সাব-বেইজ নির্মাণ ব্যতিরেকে সড়ক নির্মাণ করে অনিয়মিত ব্যয় ২,৭৯,৪৪,৭২৬/-টাকা।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: প্রকল্প পরিচালক জানান যে, মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, সাব-বেইজের খোয়া বালুর মিশ্রণ ১:১ অনুপাতে পাওয়া যায় না। সে করণে খোয়া বালুর মিশ্রণ বাদ দিয়ে বেইসকোর্সে ডব্লিউবিএম এর পুরুত্ব ১৫০ মিঃমিঃ এর স্থলে ২০০ মিঃমি করা হয়েছে। এতে রাস্তার ভারবহন ক্ষমতা কোনমতেই নষ্ট হয়নি। বরং সরকারের অর্থের সাশ্রয় হয়েছে। অনুমোদিত ডিপিপি'র ৮ ও ১০নং পৃষ্ঠার ৯(৪) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ডিজাইনের এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। এক্ষেত্রে আর্থিক কোন অনিয়ম হয়নি। অনুমোদিত ডিজাইন অনুসরণ করে সড়কটি নির্মাণ করা হয়েছে। Re-cast RDPP তে ২০০ mm WBM কাজ করার অনুমোদন রয়েছে বিধায় মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ, সংস্থার জবাব ও প্রমাণকের আলোকে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয় কর্তৃক আপত্তিটি নিষ্পত্তির সুপারিশ করেছে।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ, সংস্থার জবাব ও প্রমাণকের আলোকে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয় কর্তৃক আপত্তিটি নিষ্পত্তির সুপারিশ করেছে বিধায় কমিটি কর্তৃক আপত্তিটি নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হলো।

৫.৪. আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-৪: অডিট আপত্তির শিরোনাম: ঠিকা চুক্তি ও কার্যাদেশের শর্ত উপেক্ষা করে ঠিকাদারের নিকট হতে বিভাগীয় রোলার ভাড়া/যন্ত্রপাতি ভাড়া আদায় না করায় সরকারের ক্ষতি ২১,৭৮,৬৩৩/-টাকা।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সভাপতি বলেন, এ অনুচ্ছেদে একই ধরণের ৩টি আপত্তি একীভূত করা হয়েছে। আপত্তিসমূহ রোলার ভাড়া কর্তন সংক্রান্ত। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি,বান্দরবান দপ্তরের ২(দুই) টি কাজের ক্ষেত্রে বিভাগীয় রোলার সীমিত থাকায় কাজ দ্রুত বাস্তবায়নের স্বার্থে ঠিকাদারকে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় রোলার ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, শেরপুর এর কাজের ক্ষেত্রে বিভাগীয় রোলার সীমিত থাকায় ৩ জন ঠিকাদারকে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় রোলার ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এছাড়া ১ জন ঠিকাদারের নিকট হতে রোলার ভাড়া বাবদ ১,১৯,৪০২/- টাকার মধ্যে ১,০০,০৯৯/- টাকা বিল হতে কর্তন করা হয় এবং ১৯,৩০৩/- টাকা চালানে কোষাগারে জমা করা হয়। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, বরিশাল এর কাজের ক্ষেত্রে বিভাগীয় রোলার সীমিত থাকায় এবং রোলার ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিবহনের ব্যয় সাশ্রয়ের নিমিত্তে ৫ জন ঠিকাদারকে নিজস্ব উদ্যোগে রোলার ব্যবহার করার অনুমতি প্রদান করা হয়। বিভাগীয় রোলার ব্যবহার না করায় এদের কারো কাছ থেকে ভাড়া কর্তন করা হয় নাই। ফলে মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ, সংস্থার জবাব ও প্রমাণকের আলোকে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয় কর্তৃক আপত্তিটি নিষ্পত্তির সুপারিশ করেছে।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ, সংস্থার জবাব ও প্রমাণকের আলোকে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয় কর্তৃক আপত্তিটি নিষ্পত্তির সুপারিশ করেছে বিধায় কমিটি কর্তৃক আপত্তিটি নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হলো।

৫.৫. আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-৫: অডিট আপত্তির শিরোনাম: রোড কাটিং বাবদ ক্ষতিপূরণের প্রাপ্ত অর্থ সুদসহ সরকারি কোষাগারে জমা না দেয়ায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৫,৬১,৫৭,৯৬৩/-টাকা।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সভাপতি বলেন, এ অনুচ্ছেদে একই ধরণের ৪টি আপত্তি একীভূত করা হয়েছে। আপত্তিটি রোডকাটিং এর টাকা সরকারী কোষাগারে জমা করণ সংক্রান্ত। রোড কাটিং এর ক্ষতিপূরণ বাবদ আপত্তিকৃত সমুদয় টাকা চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে। যাচাইকৃত চালান ও iBAS কপি সিএজি কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ফলে মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ, সংস্থার জবাব ও প্রমাণকের আলোকে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয় কর্তৃক আপত্তিটি নিষ্পত্তির সুপারিশ করেছে।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ, সংস্থার জবাব ও প্রমাণকের আলোকে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয় কর্তৃক আপত্তিটি নিষ্পত্তির সুপারিশ করেছে বিধায় কমিটি কর্তৃক আপত্তিটি নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হলো।

৫.৬. আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-৬: অডিট আপত্তির শিরোনাম: গার্ডার ব্রিজের দৈর্ঘ্য ৬.৩২০ মিটার কমলেও চুক্তি মূল্যের কোন পরিবর্তন না করায় ক্ষতি ৩৮,৮৫,১৯১/-টাকা।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সভাপতি বলেন, মূল ডিজাইনে ব্রীজটির দৈর্ঘ্য ছিল ১৮০.৩২ মিটার এবং স্প্যান সংখ্যা ছিল ৫টি। পরবর্তীতে নদীর গতিপথ, পানি প্রবাহ ও মাটির পরীক্ষাকরণপূর্বক উপদেষ্টা ফার্ম কর্তৃক ডিজাইন সংশোধন করে ব্রীজটির দৈর্ঘ্য ১৭৪.০০মিটার এবং স্প্যান সংখ্যা ৬টি পুনঃনির্ধারণ করা হয়। ব্রীজের দৈর্ঘ্য ৬.৩২০ মিটার কমার কারণে প্রাক্কলনে ৭৪,৫৪,৬৩৪/- টাকা হ্রাস পায়। আবার ১টি স্প্যান বৃদ্ধির কারণে ১টি অতিরিক্ত Pier নির্মাণের জন্য ৭৪,২৯,০০৯/- টাকা বৃদ্ধি পায়। ডিজাইন পরিবর্তনের ফলে আইটেমের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটলেও চুক্তিমূল্য প্রায় একই থাকে। চুক্তিমূল্য ১১,০৮,৫০,৯১৫/- টাকা, সংশোধিত চুক্তিমূল্য ১১,০৭,৭৮,১৮৫/- টাকা। সংশোধিত প্ল্যান, ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কৃতকাজের বিপরীতে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করা হয়েছে। প্রমাণক হিসাবে মূল ডিজাইন, সংশোধিত ডিজাইন, সংশোধিত প্রাক্কলন এবং তুলনামূলক বিবরণীর সত্যায়িত অনুলিপি সিএজি কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ফলে মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ, সংস্থার জবাব ও প্রমাণকের আলোকে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয় কর্তৃক আপত্তিটি নিষ্পত্তির সুপারিশ করেছে।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল জানান যে, অডিট আপত্তির প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদেরই কিছু না কিছু টেকনিক্যাল বিষয় আছে। সংশ্লিষ্ট ডিজি কিংবা ডেপুটি এএন্ডআর-তাদের প্রফেশনালিজম আছে। তাই অডিট আপত্তির ক্ষেত্রে যদি ব্রিফ ডেসক্রিপশনে অডিট কি কি পয়েন্ট রেইস করছে সেটি বলে দেয় তাহলে প্রত্যেক মাননীয় সদস্যের অডিট পয়েন্ট অব ভিউ বুঝা সহজ হবে এবং সচিব, প্রধান প্রকৌশলী, যদি ব্যাকগ্রাউন্ড বলে দেন তাহলে কমিটির কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে। আগে যেটা হতো স্যালভেজ মেটারিয়ালকে আলাদাভাবে বিবেচনা করা হতো। ঠিকাদারের কাছ থেকে সেটি আলাদাভাবে আদায় করে জমা করা হতো। অনেক সময় কন্ট্রাক্টরের কাছ থেকে আদায় করা সম্ভব হতো না। কন্ট্রাক্টর বিল নিয়ে চলে গেছে। পরে আবার অডিট অবজেকশন হওয়ার পরে কন্ট্রাক্টরকে বাড়ী থেকে ডেকে এনে এমনকি হয়তো কন্ট্রাক্টর নয় তার ছেলেকে ডেকে এনে তার কাছ থেকে আদায় করা হয়েছে এমন ঘটনাও ঘটেছে। কারণ কন্ট্রাক্ট শেষ হয়েছে তিন বছর আগে। এমন হতে পারে কন্ট্রাক্টর মারাও গেছে। এ সিচুয়েশন থেকে উত্তরণের জন্য পরবর্তী সময় প্রাক্কলন থেকে স্যালভেজ মেটারিয়াল বাদ দেয়ার সিস্টেম চলে এসেছে। এখন সে অবস্থার উন্নতি হয়েছে। তারপরও প্রবলেম রয়ে যাচ্ছে। তবে যেটা মনে হচ্ছে যে, অডিট এবং অডিটি'র মধ্যে একটা বোঝাপড়ার সমস্যা রয়েছে। এখন হয়তো উনারা একত্রে বসলে এটার সমাধান হবে।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ, সংস্থার জবাব ও প্রমাণকের আলোকে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয় কর্তৃক আপত্তিটি নিষ্পত্তির সুপারিশ করেছে বিধায় কমিটি কর্তৃক আপত্তিটি নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হলো।

৫.৭. আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-৭: অডিট আপত্তির শিরোনাম: অনুমোদিত ডিপিপি অতিরিক্ত ২০৯০ জন এলসিএস কর্মী নিয়োগ প্রদর্শন করে মজুরি বাবদ অনিয়মিত ব্যয় ৫,২২,৯১,৮০০/-টাকা।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সভাপতি বলেন, সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বৈঠক আহ্বানের পরে সংস্থার সর্বশেষ জবাব অনুযায়ী সংশোধিত ডিপিপি'তে কর্মী নিয়োগের অনুমোদন থাকায় সিএজি কার্যালয় কর্তৃক আপত্তিটি নিষ্পত্তির সুপারিশ করেছে। তবে অডিট আপত্তি উত্থাপনকালে এবং আপত্তির বিষয়ে ৭.৫.১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়, পরবর্তীতে ৫.৯.১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৭.৯.১২ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয় কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জবাব প্রদানে বিরত থাকেন মর্মে নিরীক্ষার প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ স্মারক নং- ৯৩১১, ১৯/১২/২০১৬ইং মূলে জবাব এবং স্মারক নং- ১১৭, ০৩/০১/২০১৭ইং মূলে পুনঃজবাব প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে বর্তমান জবাবে উল্লেখ করেছে। নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জবাবের প্রাপ্তিস্বীকার করা এবং অডিট আপত্তি উত্থাপনকালে এবং নিরীক্ষা অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয় কর্তৃক প্রেরিত কোয়েরি ও পত্রের জবাব মন্ত্রণালয় ও সংস্থা যাতে যথাসময়ে প্রদান করে সে ব্যাপারে নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত-১: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ, সংস্থার জবাব ও প্রমাণকের আলোকে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয় কর্তৃক আপত্তিটি নিষ্পত্তির সুপারিশ করেছে বিধায় কমিটি কর্তৃক আপত্তিটি নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হলো।

সিদ্ধান্ত-২: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সচিবগণ ও সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও দপ্তর প্রধানগণ নিরীক্ষা অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয় কর্তৃক প্রেরিত কোয়েরি ও পত্রের জবাব দ্রুততার সাথে ও যথাসময়ে প্রদান করবেন। নিরীক্ষা অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয় জবাব না পেয়ে বসে থাকবেন না সরাসরি ফোন করবেন এবং জবাব সংগ্রহ করে নেবেন এবং জবাবের প্রাপ্তিস্বীকার করবেন।

৫.৮. আলোচ্য বিষয়: অডিট আপত্তির অনুচ্ছেদ নং-৮: অডিট আপত্তির শিরোনাম: উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান না করে ঢালাওভাবে সমুদয় কাজ সীমিত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে জিওবি উন্নয়ন/অনুন্নয়ন খাতে অনিয়মিতভাবে ১০৩,৭০,৪৬,২২৫/-টাকার দরপত্র আহ্বান ও চুক্তি সম্পাদন।

আলোচনার সার-সংক্ষেপ: সভাপতি বলেন, উন্মুক্ত দরপত্রের পরিবর্তে এলটিএম পদ্ধতিতে দরপত্র আহবানের ক্ষেত্রে ২৫-৩০% এর নিম্নে দরপত্র দাখিল করলে যেমন কাজ হয় না তেমনি এলটিএম-এ করে বড় কাজকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করে কাজ করানো ঠিক নয়। এলটিএম-এ কাজ করতে পারবেন যদি এমন হয় যে, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, প্রধানমন্ত্রীর গমন কিংবা ব্রীজ ভেঙ্গে পড়ছে সেক্ষেত্রে ১/২ কোটি টাকা দিয়ে এলটিএম-এ তাড়াতাড়ি কাজ করাতে পারেন এবং যেটা পিপিআর অনুযায়ী এলাউ করে। কিন্তু কোন প্রেক্ষিতে কারা এ কাজ করলো তা জানা দরকার। এলজিইডি সদর দপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব আক্তার হোসেন খান উক্ত বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন যে, তিনি তখন বগুড়ার নির্বাহী প্রকৌশলীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং তার অফিসের সাথে ৫৭ কোটি টাকা এক্ষেত্রে জড়িত। ২০১০ এবং ২০১৮ সালে পিপিআর এ সংশোধনী দ্বারা এলটিএমকে আরও সহজ করা হয়েছে। সময় এবং খরচ বাঁচানোর জন্য এলটিএম পদ্ধতিতে দেয়া হয়। সংশ্লিষ্ট কাজগুলি ২টি করে পত্রিকায় প্রচার করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটিতে ২০০/৩০০ জন ঠিকাদার অংশগ্রহণ করেছে এবং সবগুলোতে ৫% নিম্নে টেন্ডার দাখিল করেছে এবং আমরা লটারির মাধ্যমে কন্ট্রাক্টর নির্বাচন করেছি। ২০১৪-২০১৫ সালে দুইটি ত্রি-পক্ষীয় সভায় এ আপত্তিটি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে। সচিব জানান যে, উক্ত অনিয়মের সাথে ৪টি অফিস জড়িত। মাননীয় সদস্য জনাব র,আ,ম, উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী বলেন যে, অডিট অধিদপ্তরতো আপনাদের বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করেননি। ডিজি, পূর্ত অডিট বলেন যে, পিপিআর এর বিধি-৬১ অনুযায়ী প্রধান যে পদ্ধতি সেটি হলো ওটিএম। আর এলটিএম হলো এর ব্যতিক্রম। উনি ৫৭ কোটি টাকা খরচ করেছেন একটি টাকাও ওটিএম-এ খরচ করেননি, সব এলটিএম-এ করেছেন। তার মানে ভাগ ভাগ করে উনি কাজগুলো দিয়েছেন। তখন এলটিএম এর সীমা ছিলো ২ কোটি টাকা। আরও মজার ব্যাপার হলো এলটিএম-এ দিতে হলে তালিকাভুক্ত ঠিকাদার থাকতে হয়। উনি বলছেন যে, প্রতিটি টেন্ডারে ২০০/৩০০ করে পার্টিসিপেট করেছিলেন। এখন প্রশ্ন হলো এতোজন কি উনার তালিকাভুক্ত ছিলো? তালিকাভুক্ত ছিলো কিনা তার কোন কপি অডিটকে দেয় নাই। অডিটের বক্তব্য হলো ওটিএম-এ হলে কাজগুলো আরও কমপিটিটিভ হতো এবং আরও সাশ্রয়ী মূল্যে কাজগুলো করানো যেত। সচিব বলেন, বন্যা পরবর্তী মেরামত কাজসমূহ দ্রুত করার জন্য ওটিএম এর পরিবর্তে এলটিএম-এ কার্য সম্পাদন করা হয়েছে। মাননীয় সদস্য জনাব মোঃ আব্দুস শহীদ জানান যে, বন্যা তার এলাকায় প্রায়ই হয়। বন্যা সারা জীবন হবে। বৃষ্টি, বাদল, বন্যা, ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এটা বন্ধ করার ক্ষমতা মানুষের নাই। এটি একমাত্র উপরওয়ালার ক্ষমতা। সে জন্য বন্যার সময় ১০৩ কোটি টাকার কাজ এলটিএম-এ হবে এটি নট বিলিভএবল। তিনি বলেন, তার এলাকায় বন্যা হয়েছে ২ বছর আগে, অথচ এখন পর্যন্ত মেরামত কাজ হয়নি। পিপিআর এখানে সুপারসিড হয়েছে। আইএমইডি'র কেউ এখানে থাকলে তাদেরকে প্রশ্ন করতাম আপনারা কি দেখেন। সভাপতি বলেন যে, এ বিষয়ে পূর্বের কমিটির মতো একটি কমিটি দিয়ে পুনরায় তদন্ত করে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। মাননীয় সদস্য জনাব আহসানুল ইসলাম (টিটু) বলেন, সারা দেশে অবকাঠামোগত উন্নয়নে এলজিআরডি ভূমিকা পালন করে থাকে। কোন একটি কাজ জরুরী ভিত্তিতে করার প্রয়োজন হলে তারা হয়তো বলতে পারেন স্যার একটু অপেক্ষা করেন, ওটিএম করে কাজ শুরু করতে হবে। তাতে দেখা যাবে ৩-৪ মাস সময় লেগে যাবে। সেহেতু বিষয়টি ভাবতে হবে। আমার প্রস্তাব হচ্ছে একটি নতুন রাস্তা ৫ কিমি হলে সেক্ষেত্রে রাস্তাটিকে ছোট ছোট প্যাকেজে ভাগ করে কাজ করা যাবে না। তাতে করে বড় বড় ঠিকাদাররা এখানে আসবে না। আপনাদের নির্বাহী প্রকৌশলীরা যেটা করেন, তা হচ্ছে ৫ কিমি রাস্তাকে ৫০০ মিটার, ১০০০ মিটার, ১.৫ কিমি. এ ভাগ করে ছোট ছোট ঠিকাদারকে কাজ দিয়ে কাজ করান। তাতে করে রাস্তার মান খারাপ হয়। সুতরাং বড় কাজের ক্ষেত্রে ওটিএম পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। অন্যদিকে মেরামত কাজসমূহ এলটিএম পদ্ধতিতে দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। মাননীয়

সদস্য জনাব র,আ,ম, উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী বলেন, বগুড়ার নির্বাহী প্রকৌশলী ৫৭ কোটি টাকা ওটিএম এর পরিবর্তে এলটিএম এ খরচ করেছেন। এখানে সুপারিশ এসেছে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হোক। কিন্তু আমি সেটা বলবো না। আমি বলবো কোন প্রেক্ষিতে কেন তিনি কাজটি করলেন তা তদন্ত করে যদি ব্যবস্থা নেয়া যায় তবে ব্যবস্থা নেয়া হোক। আপনারা যে কাজটি করেন তা হচ্ছে ঠিকাদারের লভ্যাংশ রেখে প্রাক্কলন তৈরী করে ওটিএম-এ যান। তারপর ৫% লেসে দরপত্র দাখিলকারীদের মধ্যে লটারি করে কাজ দেন। এতে করে কাজের মান খারাপ হয়। আপনারা যেটা করবেন ৫% লেসে নয়, প্রয়োজনবোধে at per বা above এ কাজ দেন। তিনি জানান যে, তিনি মাননীয় অর্থ মন্ত্রীদের সহিত এ বিষয়ে কথা বলেছেন। আর একটি বিষয় হচ্ছে আইআরআইডিপি-৩ এর আওতায় এমপিদেরকে বছরে ২০ কোটি টাকা দেন। উক্ত টাকা দিয়ে বলেন, উক্ত টাকার মধ্যে ৭০% নতুন রাস্তা এবং ৩০% পুরাতন রাস্তা মেরামতের জন্য স্কীম দিতে হবে। কিন্তু ৩/৪ কিংবা ৫ লক্ষ টাকায় পুরাতন রাস্তার মেরামত কাজ সম্ভবপর হয় না। সুতরাং এটি পরিবর্তন করা হোক কিংবা উক্ত অর্থ খরচ করার জন্য সংসদ-সদস্যদেরকে স্বাধীনতা দেয়া হোক। কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল জনাব মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী বলেন, অডিটের মন্তব্য এখানে যে সামারাইজড ফর্মে এসেছে তা লজিক্যাল কনক্লুশন বলে মনে হচ্ছে না। যেমন সংসদ-সদস্য বললেন ওটিএম হবে না এলটিএম হবে তা নির্ভর করবে সারকমাসটেন্সেস এর ওপর। বড় বড় স্কীমের জন্য যদি আপনি বড় বড় ঠিকাদারকে কাজ দেন তবে একসময় ছোট ছোট ঠিকাদারকে ছোট কাজ করার জন্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। একটি রাস্তা গ্রামের মধ্য থেকে ৩টি ডাইমেনশনে ৩ দিকে গিয়েছে। উক্ত রাস্তাটা হয়তো ৩টি আলাদা স্কীমে ভাগ করে সম্পন্ন করা হয়েছে। তাতে হয়তো ২০ কোটি টাকা চলে গেছে। এভাবে হয়তো সারকমাসটেন্সেস অনুযায়ী কাজ হয়ে থাকবে। সভাপতি বলেন, অনধিক এক মাসের মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের একজন অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীর পক্ষে একজন প্রতিনিধি এবং অডিট অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধির সমন্বয়ে ৩-সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি কাজগুলির ক্ষেত্রে আইন, বিধি-বিধান, পিপিআর, প্রেক্ষাপট, পরিস্থিতি আমলে নিয়ে কাজগুলি সম্পন্ন হয়েছে কিনা সে লক্ষ্যে তদন্ত নয় একটি পরীক্ষামূলক কার্যক্রম সম্পন্ন করে আগামী বৈঠকের আগে উক্ত বিষয়ে সিএজি কার্যালয়ের মাধ্যমে কমিটিতে রিপোর্ট দাখিল করবেন। আর এ বিষয়ে আগামীতে প্রকল্প ও পিপিআর সংক্রান্ত আপত্তি থাকলে সেখানে আইএমইডি'র প্রতিনিধিকে কমিটির বৈঠকে রাখার জন্য অনুশাসন দেয়া হলো।

সিদ্ধান্ত: সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, অনধিক এক মাসের মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের একজন অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীর পক্ষে একজন প্রতিনিধি এবং অডিট অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধির সমন্বয়ে ৩-সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি কাজগুলির ক্ষেত্রে আইন, বিধি-বিধান, পিপিআর, প্রেক্ষাপট, পরিস্থিতি আমলে নিয়ে কাজগুলি সম্পন্ন হয়েছে কিনা সে লক্ষ্যে তদন্ত নয় একটি পরীক্ষামূলক কার্যক্রম সম্পন্ন করে আগামী বৈঠকের আগে উক্ত বিষয়ে সিএজি কার্যালয়ের মাধ্যমে কমিটিতে রিপোর্ট দাখিল করবেন।

৬. পরিশেষে আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মাননীয় সদস্যবৃন্দকে সার্বিক সহযোগিতার জন্য এবং বৈঠকে আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের সুচিন্তিত পরামর্শ প্রদানের জন্য এবং সাচিবিক সহায়তাকারী কর্মকর্তাগণের দক্ষ সহায়তার জন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে ২০ জুন ২০১৯ তারিখ বেলা-১২:৪০ টায় বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৬ষ্ঠ বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ রুস্তম আলী ফরাজী
সভাপতি
সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ঢাকা।

প্রধান প্রকৌশলী
এলজিইডি
পত্র নং.........
স্বাক্ষরঃ.........
তারিখঃ.........

Addl. CE (Audit)
SE (Audit)

Pl. put up
Xen (Audit)

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়
কমিটি শাখা-১

নং- ১১.০০.০০০০.৭৩১.৩১.০১৯.১৯.১১৪

তারিখ : ১৪ আষাঢ় ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
২৮ জুন ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বিষয় : সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ৬ষ্ঠ বৈঠকের কমিটির সিদ্ধান্ত প্রেরণ প্রসংগে।

একাদশ জাতীয় সংসদের সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৬ষ্ঠ বৈঠকের কমিটি কর্তৃক নিশ্চিতকৃত কমিটির সিদ্ধান্ত নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

Pl. Urgent

(মোঃ ফয়সাল মোর্শেদ)
উপ-সচিব ও কমিটি সচিব
সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
ফোন: ৯১২৫৩৭৮
মোবাইল: ০১৭১১০৪৬২৮৫
ফ্যাক্স: ৯১৪৩৫০৪
ই-মেইল: committee.1@parliament.gov.bd

বিতরণ:

১। বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, অডিট ভবন, ৭৭/৭, কাকরাইল, ঢাকা।
২। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৪। মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, অডিট কমপ্লেক্স, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

১	২	৩	৪
০৩	প্রকল্প পরিচালক, ইউনিয়ন সংযোগকারী সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর কুমিল্লা (কুমিল্লা, চাঁদপুর ও বি-বাড়ীয়া) । সরকার কর্তৃক জারীকৃত নির্ধারিত রোড ডিজাইন উপেক্ষা করে সড়ক বেড়ে সাব-বেইজ নির্মাণ ব্যতীরেকে সড়ক নির্মাণ করে অনিয়মিত ব্যয় ।জড়িত টাকা ২,৭৯,৪৪,৭২৬/-	নিষ্পত্তি	-
০৪	ঠিকাচুক্তি ও কার্যাদেশের শর্ত উপেক্ষা করে ঠিকাদারের নিকট হতে বিভাগীয় রোলার ভাড়া/যন্ত্রপাতি ভাড়া আদা না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি। জড়িত টাকা ২১,৭৮,৬৩৩/- (ঘ-১) নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, বান্দরবান ১৪,৩৩,০৮৯/- (ঘ-২) শেরপুর ৩,৩০,৫৮৭/- (ঘ-৩) বরিশাল ৪,১৪,৯৫৭/-	নিষ্পত্তি	-
০৫	রোড কাটিং বাবদ ক্ষতি পুরনের অর্থ সুদসহ সরকারী কোষাগারে জমা না দেয়ায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি। জড়িত টাকা ৫,৬১,৫৭,৯৬৩/- (ঙ-১) নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, গাজীপুর (২৬,৭৯,২৪৩/-); (ঙ-২) নারায়ণগঞ্জ (১,৩০,৯১,০৬০/-); (ঙ-৩) নরসিংদী (৫,৬০,২২৬/-); (ঙ-৪) ঢাকা (৩,৯৮,২৭,৪৩৪/-)	নিষ্পত্তি	-
০৬	নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, চাঁদপুর। গার্ডার ব্রীজের দৈর্ঘ্য ৬.৩২০ মিটার কমলেও চুক্তি মূল্যের কোন পরিবর্তন না করায় ক্ষতি। জড়িত টাকা ৩৮,৮৫,১৯১/-	নিষ্পত্তি	-
০৭	প্রকল্প পরিচালক, রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেইনটেন্যাস। অনুমোদিত ডিপিপি অতিরিক্ত ২০৯০ জন এলসিএস কর্মী নিয়োগ প্রদর্শন করে মজুরী বাবদ অনিয়মিত ব্যয়। জড়িত টাকা ৫,২২,৯১,৮০০/-	নিষ্পত্তি	-
০৮	উন্মুক্ত দরপত্র আহবান না করে ঢালাও ভাবে সমুদয় কাজ সীমিত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে জিওবি উন্নয়ন/অনুন্নয়ন খাতে অনিয়মিতভাবে দরপত্র আহবান ও চুক্তি সম্পাদন। জড়িত টাকা ১০৩,৭০,৪৬,২২৫/- (জ-১) নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, বগুড়া (৫৭,৫৯,০৯,০৪৪/-); ৮(জ-২) কুড়িগ্রাম (৩৪,৫০,৬৬,৫১৭/-); ৮(জ-৩) সুনামগঞ্জ (১০,৯৮,৯৫,৬০৬/-); ৮(জ-৪) লালমনিরহাট (৬২,৭৫,০৫৮/-	অনাধিক এক মাসের মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের একজন অতিরিক্ত সচিব, এলজিইডি'র পক্ষে একজন প্রতিনিধি ও অডিট অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধির সমন্বয়ে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি কাজ গুলির ক্ষেত্রে আইন, বিধিবিধান, পিপিআর, প্রেক্ষাপট, পরিস্থিতি আমলে নিয়ে কাজ গুলি সম্পন্ন হয়েছে কিনা সেলক্ষে তদন্ত নয় একটি পরীক্ষা মূলক কার্যক্রম সম্পন্ন করে আগামী বৈঠকের আগে উক্ত বিষয়ে সিএজি কার্যালয়ের মাধ্যমে কমিটিতে রিপোর্ট দাখিল করতে হবে।	কমিটি গঠনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে ● স্মারক নং- ১৩৪ তারিখ:১৪-০৭-২০১৯খ্রিঃ ● স্মারক নং: ২১৩ তারিখ:০১-০৯-২০১৯খ্রিঃ

১	২	৩	৪
০১ (চলমান)	(ক-১৪) নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, পাবনা। জড়িত টাকা ৪,১৪,৪২২/-	নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষের সাথে বিষয়টি নিষ্পত্তি করে সিএজি কার্যালয়ের মাধ্যমে পরবর্তী বৈঠকে কমিটিকে অবহিত করতে হবে।	ত্রি-পক্ষীয় সভার তারিখ: ১১-০৯-২০১৯খ্রি:
	(ক-১৫) নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি,মানিকগঞ্জ। জড়িত টাকা ৩,৩২,৩১৬/-	১। ১(১৫)(১) আপত্তিকৃত ৩৮১৮/- আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করায় আপত্তিটি নিষ্পত্তি।	-
		২। ১(১৫)(২) ও ১(১৫)(৩) এর আপত্তিকৃত ১,৯৭,২৫৯/- ও ১,৩১,২৩৯/- টাকা বিষয়ে অনধিক ৭(সাত) দিনের মধ্যে নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ বরাবর স্পষ্ট প্রমাণক দাখিল করতে হবে। নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষের সাথে বিষয়টি নিষ্পত্তি করে সিএজি কার্যালয়ের মাধ্যমে পরবর্তী বৈঠকে কমিটিকে অবহিত করতে হবে।	ত্রি-পক্ষীয় সভার তারিখ: ১১-০৯-২০১৯খ্রি:
	(ক-১৬) নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি,ঝিনাইদহ ৪,৪৯,৬৬৩/- (ক-১৭) ঝিনাইদহ ৩,৯০,৯৬৩/- (ক-১৮) খাগড়াছড়ি ১,৪৭,৭৫১/- (ক-১৯) ঠাকুরগাঁও ৫,১২,৮২৯/- (ক-২০) বরিশাল ২,১৩,৫৩৮/-	নিষ্পত্তি	-
০২	স্ট্যান্ডার্ড রোড ডিজাইন লংঘন করে ইউনিয়ন সড়ক মেরামত কাজে সীলকোট ও ডব্লিউবিএম কাজে অতিরিক্ত পুরুত্ব প্রাক্কলনে অন্তর্ভূক্ত করে অনুমোদন প্রদান এবং সে অনুযায়ী বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি। জড়িত টাকা ৩,৯০,৭৬,৬২৭/-।		
	(খ-১) নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, বরগুনা ৬,৫৭,৪৩০/- (খ-২) পিরোজপুর ১৩,৮৩,৩১৫/- (খ-৩) সিরাজগঞ্জ ৯,৮৫,২৪৮/- (খ-৪) ঠাকুরগাঁও ১৯,৯৬,৯৩৭/- (খ-৫) সিলেট ১,৩৬,৮০,০৩৪/- (খ-৬) মৌলভীবাজার ২০,৩০,৪৬৯/- (খ-৭) লালমনিরহাট ১৩,৩৪,৫০০/- (খ-৮) পঞ্চগড় ২১,০২,৫২৪/- (খ-৯) চট্টগ্রাম ১৯,৫১,৭৬৪/- (খ-১০) সুনামগঞ্জ ৭,৭৬,৭৬৫/- (খ-১১) দিনাজপুর ১৮,৬৩,১১০/- (খ-১২) মাগুরা ৩২,৫৪,১৩০/- (খ-১৩) ভোলা ৩,৮২,৪০১/- (খ-১৪) মুন্সীগঞ্জ ৩১,৬৫,৩৮২/- খ-১৫) ঝালকাঠি ১৪,৯৯,৩১৩/- (খ-১৬) ঢাকা ৭,৪৮,১৯৪/- (খ-১৭) প্রকল্প পরিচালক, ইউনিয়ন সংযোগকারী সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর কুমিল্লা (কুমিল্লা, চাঁদপুর ও বি-বাড়ীয়া) ১৩,৪৫,১১১/-	নিষ্পত্তি	-

সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৬ষ্ঠ বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন

সভার তারিখ ঃ ২০-০৬-২০১৯ খ্রিঃ

(সিএজি'র বার্ষিক রিপোর্ট ২০১১-২০১২)

রিপোর্টভূক্ত অনুঃ নং	আপত্তির শিরোনাম (দপ্তরের নাম ও জড়িত টাকাসহ)	সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভার সিদ্ধান্ত (২০-০৬-২০১৯ খ্রিঃ তারিখ)	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	২	৩	৪
০১	ঠিকাদারের বিল হতে স্যালভ্যাজ মূল্য ও স্যালভ্যাজ মূল্যে ও উপর আয়কর, ভ্যাট কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি । জড়িত টাকা ৩,৭০,১২,১৮৬/-		
	(ক-১) নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, টাঙ্গাইল। জড়িত টাকা ২১,৮১,৯৩৫/	(১)১- আপত্তিকৃত ১৬,২৯,৫৫৭/- টাকা আদায় হওয়ায় এ অংশটুকু নিষ্পত্তি। (১)২- অবশিষ্ট ৫,৫২,৩৭৮/- টাকার পরিবর্তে ৯৭,৬৮১/- টাকা গ্রহন করা হলেও কোন ব্যখ্যা না দেওয়ায় ব্যখ্যা দিতে হবে। (১)৩- অবশিষ্ট ৫,৫২,৩৭৮/- টাকার বিষয়ে অনাধিক এক মাসের মধ্যে আদায় করতে হবে এবং জড়িতদের বিরুদ্ধে কেন পদক্ষেপ নেয়া হয় নাই মর্মে যারা এজন্য দায়ী তাদের নিকট ব্যখ্যা চেয়ে সে আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে কমিটিকে অবহিত করতে হবে।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি, ঢাকা অঞ্চল কে আহবায়ক করে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। ● স্বারক নং- ১৩৩, তারিখ: ১৪-০৭-২০১৯খ্রিঃ।
	(ক-২) নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, মাদারীপুর জড়িত টাকা ৪৯,৩৭,০১২/- (ক-৩) মাদারীপুর ৩১,২১,০৪৯/- (ক-৪) কক্সবাজার ২,২০,৪১৫/- (ক-৫) পিরোজপুর ৫,৬৪,৯১০/- (ক-৬) বরগুণা ২,২৪,৫৬৪/- (ক-৭) চুয়াডাঙ্গা ২,৪৬,১৫৮/- (ক-৮) টাঙ্গাইল ৩১,৯৭,৫০২/-	নিষ্পত্তি	-
	(ক-৯) নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, বরগুনা। জড়িত টাকা ১৩,৩৭,২৩০/-	১। আপত্তিকৃত ১১,৪০,০২২/- টাকা আদায় হওয়ায় এ অংশটুকু নিষ্পত্তি। ২। অবশিষ্ট ১১,২৯,১২০/- টাকার বিষয়ে অনাধিক এক মাসের মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের একজন অতিরিক্ত সচিব, এলজিইডি'র পক্ষে একজন প্রতিনিধি ও অডিট অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধির সমন্বয়ে ৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয়ের মাধ্যমে কমিটিকে অবহিত করতে হবে।	কমিটি গঠনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে ● স্বারক নং- ১৩৪, তারিখ-১৪-০৭-২০১৯খ্রিঃ ● স্বারক নং- ২১৩ তারিখ- ০১-০৯-২০১৯খ্রিঃ 3.9.19
	(ক-১০) নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, ঢাকা ১০,০৯,১৪৪/- (ক-১১) পিরোজপুর ৪,১৫,৮০০/- (ক-১২) নেত্রকোণা ১,২৬,৮৪,২৫০/- (ক-১৩) হবিগঞ্জ ৪৪,১০,৭৩৫/-	নিষ্পত্তি	-

প্রধান প্রকৌশলী
এলজিইডি
পত্র নং.................
স্বাক্ষরঃ.................
তারিখঃ.................

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(উন্নয়ন-১ শাখা)
www.lgd.gov.bd

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

নং- ৪৬.০০.০০০০.০৬৭.০৯.০২৯.১৮-৭৪৫

তারিখঃ ১৭ ভাদ্র, ১৪২৬।
০১ সেপ্টেম্বর, ২০১৯।

বিষয়ঃ একাদশ জাতীয় সংসদের সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৬ষ্ঠ বৈঠকের কার্যবিবরণী।

সূত্রঃ এ বিভাগের অডিট-১ শাখার পত্র নং- ৪৬.০০.০০০০.০৪৮.০৮.০০৭.১৯-১৭৯, তারিখ- ১১/০৭/২০১৯ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে এ বিভাগের অডিট-১ শাখা হতে প্রাপ্ত পত্রের ছায়ালিপি এসাথে প্রেরণ করা হল। একাদশ জাতীয় সংসদের সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির গত ২০/০৬/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ বৈঠকের কাযবিবরণীর অনুচ্ছেদ নং ৫.৭ এর সিদ্ধান্ত নিম্নরূপঃ

"সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সচিবগণ ও সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও দপ্তর প্রধানগণ নিরীক্ষা অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয় কর্তৃক প্রেরিত কোয়েরি ও পত্রের জবাব দ্রুততার সাথে ও যথাসময়ে প্রদান করবেন। নিরীক্ষা অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয় জবাব না পেয়ে বসে থাকবেন না সরাসরি ফোন করবেন এবং জবাব সংগ্রহ করে নেবেন এবং জবাবের প্রাপ্তি স্বীকার করবেন।"

উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে ০৯(নয়) পৃষ্ঠা।

(এ কে এম মিজানুর রহমান)
উপসচিব
ফোন- ৯৫৭৪০১৪
ই-মেইল: lgdev1@lgd.gov.bd

বিতরণঃ (সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে):

১. প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট, ঢাকা/রেজিস্ট্রার জেনারেল, রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, ঢাকা।
৩. প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন/ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।
৫. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা/চট্টগ্রাম ওয়াসা/রাজশাহী ওয়াসা/খুলনা ওয়াসা।
৬. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/কুমিল্লা/রংপুর/নারায়ণগঞ্জ/গাজীপুর/ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন।
৭. পরিচালক, স্থানীয় সরকার .... বিভাগ(সকল)। (তাঁর বিভাগাধীন সকল জেলা পরিষদ, পৌরসভা এবং উপজেলা পরিষদকে বিষয়টি অবহিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।

অনুলিপিঃ অবগতির জন্য।

১। অতিরিক্ত সচিব(অডিট অধিশাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ, ঢাকা।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ঢাকা।

Letter

সংসদ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭।
www.lged.gov.bd

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

স্মারক নং - ৪৬.০২.০০০০.০০৬.০১.০০৬.২০১৯, ৯৬৯

তারিখ: ৩০/০৩/১৪২৬ বাং
১৪/০৭/২০১৯ ইং

প্রতি,

১। প্রকল্প পরিচালক
.... (সকল), এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।

২। নির্বাহী প্রকৌশলী
এলজিইডি, জেলাঃ ....(সকল)।

বিষয় : সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

সূত্র : ১১.০০.০০০০.৭৩১.৩১.০১৯.১৯.১১৪ তারিখঃ ২৮/০৬/২০১৯খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, একাদশ জাতীয় সংসদের সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বিগত ২০/৬/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ বৈঠকে টাঙ্গাইল জেলার ১টি অডিট আপত্তির [অনুচ্ছেদ ১(১), সিএজি'র ২০১১-১২ সালের বার্ষিক রিপোর্ট] উপর আলোচনাকালে মাঠ পর্যায়ে কাজের মান ও সময়মত কাজ সম্পাদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছেঃ

"সিদ্ধান্ত- ২ঃ সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী শীঘ্রই ফিল্ড পর্যায়ে যে সমস্ত নির্বাহী প্রকৌশলী এবং প্রকল্প পরিচালক রয়েছেন তাদের নিকট এই মর্মে বার্তা পৌঁছে দিবেন যে, যথাযথভাবে কাজ না করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং জাতীয় সংসদের সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এ বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর অনুশাসন প্রদান করেছে"।

এমতাবস্থায়, সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

১১/৭/১৭

(মোঃ খলিলুর রহমান)
প্রধান প্রকৌশলী (চঃদাঃ)
ফোন : ৯১২৪০২৭
ই-মেইল : ce@lged.gov.bd

স্মারক নং - ৪৬.০২.০০০০.০০৬.০১.০০৬.২০১৯, ৯৬৯/১(৭৬০)

তারিখ : ৩০/০৩/১৪২৬ বাং
১৪/০৭/২০১৯ ইং

অনুলিপিঃ সদয় অবগতির জন্য

১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
(দৃঃ আঃ অতিরিক্ত সচিব (অডিট)
২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী,এলজিইডি, সদর দপ্তর/..........................বিভাগ (সকল)।
৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, (পিএমএন্ডই), এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা।

১১/৭/২০১৯

(মোঃ সিদ্দিকুর রহমান)
নির্বাহী প্রকৌশলী (অডিট)
ফোন-৯১২৪৩৮১
ই-মেইল : audit@lged.gov.bd

সংসদ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭।
www.lged.gov.bd

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

স্মারক নং - ৪৬.০২.০০০০.০০৬.০১.০০৬.২০১৯ - ২১৬

তারিখ : ১৭-০৫-১৪২৬ বাং
০২-০৯-২০১৯ ইং

প্রতি,

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ।

[দৃঃ আঃ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)]

বিষয় : সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৬ষ্ঠ বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নার্থে কমিটি গঠনের জন্য এলজিইডি'র প্রতিনিধি মনোনয়ন প্রসঙ্গে।

সূত্র : ১। স্মারক নং- ১১.০০.০০০০.৭৩১.৩১.০১৯.১৯.১১৪ তারিখ: ২৮/০৬/২০১৯খ্রিঃ।
২। স্মারক নং- ৪৬.০২.০০০০.০০৬.০১.০০৬.২০১৯ তারিখ: ১৪/০৭/২০১৯খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, একাদশ জাতীয় সংসদের সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৬ষ্ঠ বৈঠকে (২০/৬/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত) আলোচিত নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদ সমূহের বিষয়ে পরীক্ষা করে রিপোর্ট প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের একজন অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীর পক্ষে একজন প্রতিনিধি এবং অডিট অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধির সমন্বয়ে ৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

কার্যবিবরনীর অনুচ্ছেদ নং	অডিট অনুচ্ছেদের নং ও অর্থ বৎসর	পিএ কমিটির সিদ্ধান্ত
১	২	৩
৫.১.৯	অনুঃ নং- ১(৯); সিএজি'র ২০১১-১২ সালের বার্ষিক রিপোর্ট ঃ রাস্তা হতে যে পরিমান ইট পাওয়ার কথা তাহা অপেক্ষা কম পরিমাণ ইটের মূল্য বাদ দেয়ায় ১৩,৩৭,২৩০/- আর্থিক ক্ষতি (নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, বরগুনা)	অনধিক ১ মাসের মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের ১ জন অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীর পক্ষে ১ জন প্রতিনিধি এবং অডিট অধিদপ্তরের ১ জন প্রতিনিধির সমন্বয়ে ৩-সদস্য বিশিষ্ট ১টি কমিটি গঠন করে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও সিএজি কার্যালয়ের মাধ্যমে কমিটিকে অবহিত করতে হবে।
৫.৮	অনুঃ নং- ৮; সিএজি'র ২০১১-১২ সালের বার্ষিক রিপোর্ট ঃ উন্মুক্ত দরপত্র আহবান না করে ঢালাওভাবে সমুদয় কাজ সীমিত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে ১,০৩,৭০,৪৬,২২৫/- টাকায় দরপত্র আহবান ও চুক্তি সম্পাদন। (নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, বগুড়া/ লালমনিরহাট/ সুনামগঞ্জ/ কুড়িগ্রাম)	

উক্ত কমিটিতে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রতিনিধি হিসাবে জনাব আব্দুল কুদ্দুস মন্ডল, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (অডিট) এলজিইডি সদর দপ্তর কে অর্ন্তভূক্ত করার জন্য প্রস্তাব করা হলো।

এমতাবস্থায়, বর্ণিত বিষয়ে কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

১/৯/১৯

(মোঃ খলিলুর রহমান)
প্রধান প্রকৌশলী
ফোন : ৯১২৪০২৭
ই-মেইল : ce@lged.gov.bd

সংযুক্তিঃ সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৬ষ্ঠ বৈঠকের কার্য বিবরণী- ১৪ পৃষ্ঠা।

স্মারক নং - ৪৬.০২.০০০০.০০৬.০১.০০৬.২০১৯- ২১৬(৪)

তারিখ : ১৭-০৫-১৪২৬ বাং
০২-০৯-২০১৯ ইং

অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

১। অতিরিক্ত সচিব (অডিট), স্থানীয় সরকার বিভাগ, ঢাকা।
২। মহা-পরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, অডিট কমপ্লেক্স (১ম-৩য় তলা), সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, জেলাঃ বগুড়া/লালমনিরহাট/সুনামগঞ্জ/কুড়িগ্রাম।
৪। অফিস নথি।

১/৯/২০১৯

(মোঃ সিদ্দিকুর রহমান)
নির্বাহী প্রকৌশলী (অডিট)
ফোন-৫৮১৫৩৯৫১
ই-মেইল : xen.audit@lged.gov.bd

F:\Standing

সংসদ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭।
www.lged.gov.bd

স্মারক নং - ৪৬.০২.০০০০.০০৬.০১.০০৬.২০১৯.৯৬২

তারিখ: ৩০/০৩/১৪২৬ বাং
১৪/০৭/২০১৯ ইং

প্রতি,
সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ।

[দৃঃ আঃ অতিরিক্ত সচিব (অডিট)]

বিষয় : সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৬ষ্ঠ বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নার্থে ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবান প্রসঙ্গে।

সূত্র : ১১.০০.০০০০.৭৩১.৩১.০১৯.১৯.১১৪ তারিখ: ২৮/০৬/২০১৯খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে একাদশ জাতীয় সংসদের সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৬ষ্ঠ বৈঠকের (২০/০৬/২০১৯ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত) কার্যবিবরণীর অনুচ্ছেদ ৫.১.১৪; ৫.১.১৫.২ এবং ৫.১.১৫.৩ এর সিদ্ধান্তের আলোকে নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষের নিকট প্রমাণক উপস্থাপনের নিমিত্তে ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবানের জন্য নিম্ন বর্ণনা মোতাবেক কার্যপত্র অত্রসাথ প্রেরণ করা হলো।

কার্যবিবরনীর অনুচ্ছেদ নং	অডিট অনুচ্ছেদের নং ও অর্থ বৎসর	আপত্তির শিরোনাম	মন্তব্য
৫.১.১৪	অনুঃ নং- ১(১৪); সিএজি'র ২০১১-১২ সালের বার্ষিক রিপোর্ট	নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, পাবনা ঃ স্যালভেজড ইটের পরিমান প্রাক্কলনে না দেখানোয় সরকারের ৪,১৪,৪২২/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।	কার্যপত্র- ৩২ পৃষ্ঠা
৫.১.১৫.২	অনুঃ নং- ১(১৫)২; সিএজি'র ২০১১-১২ সালের বার্ষিক রিপোর্ট	নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, মানিকগঞ্জ ঃ স্যালভেজ ম্যাটেরিয়াল এর মূল্য বাবদ ১,৯৭,২৫৯/- টাকা গ্রস বিল হতে কর্তন করা হয়নি।	কার্যপত্র- ১২ পৃষ্ঠা
৫.১.১৫.৩	অনুঃ নং- ১(১৫)৩; সিএজি'র ২০১১-১২ সালের বার্ষিক রিপোর্ট	নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, মানিকগঞ্জ ঃ স্যালভেজ ম্যাটেরিয়াল এর মূল্য বাবদ ১,৩১,২৩৯/- টাকা গ্রস বিল হতে কর্তন করা হয়নি।	কার্যপত্র- ১০ পৃষ্ঠা

এমতাবস্থায়, উক্ত অনুচ্ছেদ সমূহের প্রমাণক উপস্থাপনের নিমিত্তে ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে কার্যপত্র- ২ সেট।

১১/৭/১৯

(মোঃ খলিলুর রহমান)
প্রধান প্রকৌশলী (চঃদাঃ)
ফোন : ৯১২৪০২৭
ই-মেইল : ce@lged.gov.bd

স্মারক নং - ৪৬.০২.০০০০.০০৬.০১.০০৬.২০১৯.৯৬২/১(৫)

তারিখ : ৩০/০৩/১৪২৬ বাং
১৪/০৭/২০১৯ ইং

অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

১। মহা-পরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, অডিট কমপ্লেক্স (১ম-৩য় তলা), সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
২। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, জেলাঃ পাবনা/মানিকগঞ্জ।
৩। অফিস নথি।

১১/৭/২০১৯

(মোঃ সিদ্দিকুর রহমান)
নির্বাহী প্রকৌশলী (অডিট)
ফোন-৯১২৪৩৮১
ই-মেইল : audit@lged.gov.bd

সংসদ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭।
www.lged.gov.bd

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

স্মারক নং - ৪৬.০২.০০০০.০০৬.০১.০০৬.২০১৯,৯৮৬

তারিখ: ৩০/০৩/১৪২৬ বাং
১৪/০৭/২০১৯ ইং

অফিস আদেশ

সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বিগত ২০/৬/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ বৈঠকের কার্যবিবরনীর অনুচ্ছেদ ৫.১.১ এর সিদ্ধান্ত-১ এ বর্ণিত বিষয়টি তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করা হলো।

১। জনাব মোঃ নুর হোসেন হাওলাদার - আহবায়ক
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি, ঢাকা অঞ্চল।

২। জনাব মোঃ আব্দুল ওহাব
উপ-পরিচালক, RMSU, এলজিইডি, ঢাকা। - সদস্য

৩। জনাব মোঃ এনামুল হক খান
উপ-প্রকল্প পরিচালক, LBC প্রকল্প, এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা। - সদস্য

কার্য পরিধিঃ

১। সিএজি'র ২০১১-২০১২ সালের বার্ষিক অডিট রিপোর্টভূক্ত অনুচ্ছেদ ১(১) এ বর্ণিত টাঙ্গাইল জেলার ১টি সড়ক উন্নয়ন কাজে উদ্ধারপ্রাপ্ত মালামালের মূল্য কর্তন করে সরকারী কোষাগারে জমা না দেয়া এবং যথাসময়ে কাজ না করার জন্য ঠিকাদারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে কালক্ষেপনের জন্য জড়িতদের চিহ্নিত করা।

২। উক্ত বিষয়ে জড়িতদের নিকট থেকে ব্যাখ্যা চেয়ে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহনের সুপারিশ করা।

কমিটি আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে বিষয়টি তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

১১/৭/১৯

(মোঃ খলিলুর রহমান)
প্রধান প্রকৌশলী (চঃদাঃ)
ফোন : ৯১২৪০২৭
ই-মেইল : ce@lged.gov.bd

স্মারক নং - ৪৬.০২.০০০০.০০৬.০১.০০৬.২০১৯,৯৮৬/১(৬)

তারিখ: ৩০/০৩/১৪২৬ বাং
১৪/০৭/২০১৯ ইং

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঃ

১। জনাব মোঃ নুর হোসেন হাওলাদার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি, ঢাকা অঞ্চল। (সংযুক্ত- কার্যবিবরনী- ১ সেট)
২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন), এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।
৩। জনাব মোঃ আব্দুল ওহাব, উপ-পরিচালক, RMSU, এলজিইডি, ঢাকা।
৪। জনাব মোঃ এনামুল হক খান, উপ-প্রকল্প পরিচালক, LBC প্রকল্প, এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।
৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, জেলাঃ টাঙ্গাইল।
৬। অফিস নথি।

১৪/৭/২০১৯

(মোঃ সিদ্দিকুর রহমান)
নির্বাহী প্রকৌশলী (অডিট)
ফোন-৯১২৪৩৮১
ই-মেইল : audit@lged.gov.bd

বিষয়ঃ সিএজি'র ২০১১-২০১২ সালের বার্ষিক রিপোর্টভুক্ত অনুচ্ছেদ ১(১) এ বর্ণিত টাঙ্গাইল জেলার ১টি সড়ক উন্নয়ন কাজে উদ্ধার প্রাপ্ত মালামালের মূল্য কর্তন করে সরকারী কোষাগারে জমা না দেওয়া এবং যথাসময়ে কাজ না করার জন্য ঠিকাদারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে কালক্ষেপনের জন্য জড়িতদের চিহ্নিত করা সংক্রান্ত তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল প্রসংগে।

১.০ ভূমিকাঃ

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের "অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জনগুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (IRIDP)" এর আওতায় টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল উপজেলাধীন Improvement of Jordighi-Karim Chairman House road from Ch: 00m-2000m & Construction of 7 Nos U-Drain in the same road সড়কটি নির্মানের জন্য প্রকল্প হতে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে অর্থ বরাদ্ধ করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, টাঙ্গাইল যথাযথ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সড়কটি নির্মানের কাজ শুরু করেন (কন্ট্রাক্ট প্যাকেজ নম্বরঃ IRIDP/TAN/w-76)। কিন্তু ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানটি যথাসময়ে কাজ সমাপ্ত না করা এবং Salvage material হিসাবে ব্যবহৃত ইটের মূল্য ৫৫২৩৭৮.০০ টাকা ঠিকাদারের বিল থেকে কর্তন না করায় অডিট আপত্তি উত্থাপিত হওয়ায় সরকারী হিসাব সম্পর্কিত কমিটির বিগত ২০.০৬.২০১৯ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ বৈঠকের কার্যবিবরণীর অনুচ্ছেদ ৫.১.১ এর সিদ্ধান্ত-১ অনুযায়ী প্রধান প্রকৌশলী এলজিইডি মহোদয় ৪৬.০২.০০০০.০০৬.১১.০০০৬.২০১৯,১৩৩, তারিখ ১৪.০৭.২০১৯ইং স্মারকের মাধ্যমে ঘটনাটি সরেজমিনে তদন্তপূর্বক বিস্তারিত তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নিম্নোক্তরূপে একটি কমিটি গঠন করেন (সংযুক্তি-১)।

১।	জনাব মোঃ নুর হোসেন হাওলাদার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি, ঢাকা অঞ্চল।	- আহবায়ক
২।	জনাব মোঃ আব্দুল ওহাব, উপ-পরিচালক, RMSU, এলজিইডি, ঢাকা।	- সদস্য
৩।	জনাব মোঃ এনামুল হক খান, উপ-পরিচালক, LBC প্রকল্প, এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।	- সদস্য

২.০ কার্যপরিধিঃ

১। সিএজি'র ২০১১-২০১২ সালের বার্ষিক অডিট রিপোর্টভুক্ত অনুচ্ছেদ ১(১) এ বর্ণিত টাঙ্গাইল জেলার ১টি সড়ক উন্নয়ন কাজে উদ্ধারপ্রাপ্ত মালামালের মূল্য কর্তন করে সরকারী কোষাগারে জমা না দেওয়া এবং যথাসময়ে কাজ না করার জন্য ঠিকাদারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে কালক্ষেপনের জন্য জড়িতদের চিহ্নিত করা।

২। উক্ত বিষয়ে জড়িতদের নিকট থেকে ব্যাখ্যা চেয়ে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহনের সুপারিশ করা।

৩.০ তদন্তকাজ পরিচালনাঃ

৩.১ উপরে বর্ণিত বিষয়ে তদন্তের জন্য গত ২২.০৭.১৯ ইং তারিখে নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর, এলজিইডি, টাঙ্গাইল পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে জনাব মোঃ গোলাম আজম, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, টাঙ্গাইল; জনাব মোঃ ফজলুর রহমান, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, টাঙ্গাইল এবং জনাব মোঃ আব্দুল জাব্বার, হিসাব রক্ষক, এলজিইডি, টাঙ্গাইল উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে নথিপত্রসমূহ পর্যালোচনা করা হয় এবং বর্নিত কাজ বাস্তবায়নকালে সংশ্লিষ্ট দুইজন নির্বাহী প্রকৌশলী যথাক্রমে জনাব খন্দকার মোঃ মাহবুব হোসেন এবং জনাব মোল্লা মিজানুর রহমান এর বক্তব্য গ্রহন করা হয়।

৩.২ পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট কাজের নথি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাকালে প্রাপ্ত তথ্যদি নিম্নরূপঃ

কাজের নাম	ঃ	Improvement of Jordighi-Karim Chairman House road from Ch: 00m-2000m & Construction of 7 Nos U-Drain in the same road. (কন্ট্রাক্ট প্যাকেজ নম্বরঃ IRIDP/TAN/w-76)।
প্রাক্কলিত মূল্য	ঃ	৭২,৪৩,৯৩২.০০
চুক্তিমূল্য	ঃ	৬৮,৮১,৭৩৫.৪০
পরিশোধকৃত টাকা	ঃ	৪৩,১৯,২৪৫.০০
চূড়ান্ত বিলের পরিমান	ঃ	৪২,৪১,৫১৬.০০
কার্যাদেশের তারিখ	ঃ	০৫.০৪.২০১১ ইং
কাজ সমাপ্তির তারিখ	ঃ	০৪.১০.২০১১ ইং (কার্যাদেশ অনুযায়ী) ; ৩০.১২.২০১৩ ইং (৪র্থ দফায় বর্ধিত সময়)
ঠিকাদারের নাম	ঃ	মোঃ বাচ্চু মিয়া, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল ।

৩.৩ কার্যাদেশ বাতিলের ধারাবাহিক প্রক্রিয়াঃ

কার্যাদেশের তারিখ	ঃ	০৫.০৪.২০১১ ইং	
NOA অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	ঃ	০৪.১০.২০১১ ইং	
১ম বর্ধিত সময় অনুমোদনের আবেদন	ঃ	১৯.১০.২০১১ইং	সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার ও উপজেলা প্রকৌশলী
বর্ধিত সময় অনুমোদনের অগ্রায়ন	ঃ	২৪.১০.২০১১ইং	নির্বাহী প্রকৌশলী (জনাব খন্দকার মোঃ মাহবুব হোসেন)
১ম বর্ধিত সময় অনুমোদন	ঃ	২৮.০২.১২ ইং পর্যন্ত	প্রকল্প পরিচালক (জনাব মোঃ শহীদুর রহমান প্রামানিক)
২য় বর্ধিত সময় অনুমোদনের আবেদন	ঃ	২৬.০২.২০১২ইং	সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার ও উপজেলা প্রকৌশলী
বর্ধিত সময় অনুমোদনের অগ্রায়ন	ঃ	১৫.০৪.২০১২ইং	নির্বাহী প্রকৌশলী (জনাব খন্দকার মোঃ মাহবুব হোসেন)
২য় বর্ধিত সময় অনুমোদন	ঃ	৩০.০৫.১২ ইং পর্যন্ত	প্রকল্প পরিচালক (জনাব মোঃ শহীদুর রহমান প্রামানিক)
৩য় বর্ধিত সময় অনুমোদনের আবেদন	ঃ	৩১.১০.২০১২ইং	সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার ও উপজেলা প্রকৌশলী
বর্ধিত সময় অনুমোদনের অগ্রায়ন	ঃ	০৪.১২.২০১২ইং	নির্বাহী প্রকৌশলী (জনাব খন্দকার মোঃ মাহবুব হোসেন)
৩য় বর্ধিত সময় অনুমোদন	ঃ	৩০.০৬.১৩ ইং পর্যন্ত	প্রকল্প পরিচালক (জনাব মোঃ আবদুল ওয়াদুদ)
৪র্থ বর্ধিত সময় অনুমোদনের আবেদন	ঃ	২৫.০৬.২০১৩ইং	সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার ও উপজেলা প্রকৌশলী
বর্ধিত সময় অনুমোদনের অগ্রায়ন	ঃ	৩০.০৭.২০১৩ইং	নির্বাহী প্রকৌশলী (জনাব মোল্লা মিজানুর রহমান)
৪র্থ বর্ধিত সময় অনুমোদন	ঃ	৩০.১২.১৩ ইং পর্যন্ত	প্রকল্প পরিচালক (জনাব মোঃ আবদুল ওয়াদুদ)
কাজ থেকে অব্যাহতির আবেদন	ঃ	১৬.০৯.২০১৩ ইং	সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার
ঠিকাদারের অব্যাহতির আবেদন অগ্রায়ন	ঃ	৮.০৯.২০১৩ ইং	নির্বাহী প্রকৌশলী (জনাব মোল্লা মিজানুর রহমান)
চুক্তি বাতিলের অনুমতি	ঃ	০৩.১১.২০১৩ইং	প্রকল্প পরিচালক (জনাব মোঃ আবদুল ওয়াদুদ)
চুক্তি বাতিল	ঃ	১০.১১.২০১৩ ইং	নির্বাহী প্রকৌশলী (জনাব মোল্লা মিজানুর রহমান)
Debar করা	ঃ	১১.১১.২০১৩ ইং	নির্বাহী প্রকৌশলী (জনাব মোল্লা মিজানুর রহমান)

৩.৪ বর্নিত কাজ বাস্তবায়নকালীন সময়ে কর্মরত ২(দুই) জন নির্বাহী প্রকৌশলী যথাক্রমে জনাব খন্দকার মোঃ মাহবুব হোসেন এবং জনাব মোল্লা মিজানুর রহমান এর নিকট থেকে কাজ বিলম্বিত হওয়ার বিষয়ে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়। তারা উভয়েই লিখিত বক্তব্য দাখিল করেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন (সংযুক্তি-২ ও সংযুক্তি-৩)।

৪.০ পর্যবেক্ষনঃ

৪.১ নথিদৃষ্টে দেখা যায় ০৩.০৮.২০১১ইং তারিখে ১৪,১৯,২৪৫.০০ টাকার ১ম চলতি বিল প্রস্তুত করা হয় এবং একই তারিখে এ বিলের বিপরীতে ৭,১০,০০০.০০ টাকা পরিশোধ করা হয়। বিলের অবশিষ্ঠাংশ ২ কিস্তিতে ৫,০০,০০০.০০ টাকা এবং ২,০৯,২৪৫.০০ টাকা যথাক্রমে ১৬.০৮.২০১১ ও ০৪.০৯.২০১১ইং তারিখে পরিশোধ করা হয়। NOA অনুযায়ী স্কীমটি নির্ধারিত সমাপ্তির তারিখ ০৪.১০.২০১১ইং এর মধ্যে সমাপ্ত হয় নাই। ঠিকাদারের আবেদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট উপ-সহকারী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলী, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলীর সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক বাস্তবায়ন মেয়াদকাল ৪র্থ দফায় ০৪.১০.২০১১ইং তারিখ থেকে ৩০.১২.২০১৩ইং পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি অনুমোদন করা হয় (সংযুক্তি-৪)।

৪.২ ঠিকাদারের আবেদনের প্রেক্ষিতে সম্পাদিত কাজের বিপরীতে ১৭.১২.২০১২ইং তারিখে ৪৭,৮২,৯৩৭.০০ টাকার ২য় চলতি বিল প্রস্তুত করা হয় এবং এ বিলের বিপরীতে ২০,০০,০০০.০০ টাকা পরিশোধ করা হয়। ১ম ও ২য় চলতি বিল প্রস্তুত এবং পরিশোধে নিন্মোক্ত কর্মকর্তাগন জড়িত ছিলেন: জনাব মোঃ তোরাপ আলী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল; জনাব কে এম ফজলুল কবীর, উপজেলা প্রকৌশলী, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল; জনাব মোঃ মাজহারুল ইসলাম, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর এবং জনাব খন্দকার মোঃ মাহবুব হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী।

৪.৩ স্কীমের বর্ধিত বাস্তবায়ন মেয়াদকালে ২য় চলতি বিলের অবশিষ্ঠাংশ ২ কিস্তিতে ৫,০০,০০০.০০ টাকা এবং ৪,০০,০০০.০০ টাকা যথাক্রমে ৩০.০৩.২০১৩ইং তারিখে ও ২৬.০৫.২০১৩ইং তারিখে পরিশোধ করা হয়। উক্ত টাকা পরিশোধে নিন্মোক্ত কর্মকর্তাগন জড়িত ছিলেন: জনাব মোঃ তোরাপ আলী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল; জনাব কে এম ফজলুল কবীর, উপজেলা প্রকৌশলী, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল; জনাব মোঃ রবিউল আলম, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর এবং জনাব মোল্লা

মিজানুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী। ২৬.০৫.২০১৩ইং তারিখ পর্যন্ত ১ম ও ২য় চলতি বিল বাবদ মোট ৪৩,১৯,২৪৫.০০ টাকা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে পরিশোধ করা হয়।

৪.৪ ঠিকাদার ১৬.০৯.২০১৩ইং তারিখে অসুস্থতাজনিত কারণে কাজ থেকে অব্যাহতি চেয়ে আবেদন (সংযুক্তি-৫) করলে নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোল্লা মিজানুর রহমান কর্তৃক তাহার আবেদনটি গ্রহণ করে চুক্তি বাতিলের নিমিত্ত বিগত ১৮.০৯.২০১৩ইং তারিখে প্রকল্প পরিচালক, অগ্রাধিকারভিত্তিক গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, এর নিকট পত্র প্রেরণ করেন (সংযুক্তি-৬)। ০৩.১১.২০১৩ইং তারিখে পত্র মারফত প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক চুক্তি বাতিলের অনুমোদন প্রদানের (সংযুক্তি-৭) পর নির্বাহী প্রকৌশলী ১০.১১.২০১৩ইং তারিখে ঠিকাচুক্তি বাতিল (সংযুক্তি-৮) এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে কালো তালিকাভুক্ত করে (সংযুক্তি-৯) বিগত ২৪.০১.২০১৪ইং তারিখে চূড়ান্ত পরিমাপন গ্রহন করেন। চূড়ান্ত পরিমাপ গ্রহনের পর ঠিকাদারের মোট বিলের পরিমান দাঁড়ায় ৪২,৪১,৫১৬.০০ টাকা এবং অসম্পাদিত কাজের পরিমান (৬৮,৮১,৭৩৫.০০- ৪২,৪১,৫১৬.০০) = ২৬,৪১,৫১৬.০০ টাকা।

৪.৫ অসম্পাদিত কাজের জরিমানা ১০% হিসাবে ২,৬৪,০২২.০০ টাকার একটি অংশ ২,০৯,৮৮০.০০ টাকা Performance Security থেকে কর্তন করা হয়। জরিমানার অবশিষ্ট ৫৪,১৪২.০০ টাকা ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ, টাঙ্গাইল শাখার হিসাব নং ০০২৫৬৩০০০১৭১ STD-17 থেকে চেক নং ৭১৫৬৫০৩, তারিখঃ ১৯.০৮.২০১৪ইং এর মাধ্যমে এবং ঠিকাদারকে অতিরিক্ত প্রদানকৃত (৪৩,১৯,২৪৫.০০- ৪২,৪১,৫১৬.০০) = ৭৭,৭২৯.০০ টাকা ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ, টাঙ্গাইল শাখার হিসাব নং ০০২৫৬৩০০০১৭১ STD-17 থেকে চেক নং ৭১৫৬৫০৪, তারিখঃ ১৯.০৮.২০১৪ইং এর মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয় (সংযুক্তি-১০)।

৪.৬ প্রাক্কলনে স্যালভেজ হিসাবে প্রাপ্ত ১৪৩৬৫টি ইটের জন্য প্রতি ঘনমিটারে ৩০০ ইট হিসাবে ৪৭.৮৮৩ ঘনমিটার খোয়ার হিসাব পরিলক্ষিত হয়। Computer type এ ভুলবশতঃ ১৪৩৬৫টি ইটের মূল্য বাবদ ৫,৫২,৩৭৮.০০ টাকা মুদ্রন হয়েছে (সংযুক্তি-১১) এবং পরবর্তীতে প্রাক্কলনে মুদ্রন সংশোধন করে স্যালভেজ হিসাবে প্রাপ্ত ১৪৩৬৫টি ইটের জন্য ৪৭.৮৮৩ ঘনমিটার খোয়া নির্ধারন করা হয়। প্রাক্কলনে স্যালভেজ হিসাবে প্রাপ্ত ১৪৩৬৫টি পুরানো ইটের ১০০% ব্যবহারের প্রেক্ষিতে ৪৭.৮৮৩ ঘনমিটার খোয়া মাপ বহির ২৩নং পাতায় (সংযুক্তি-১২) Item No-5 (3.2.15.01.1) থেকে সরাসরি থেকে কর্তন করা হয়।

৪.৭ ঠিকাদার সমুদয় কাজ বাস্তবায়নে সম্মত না হওয়ায় সরকারী বিধিবিধান অনুসরন করে অসম্পাদিত কাজের উপর ১০% জরিমানা সহ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে ভবিষ্যতে উক্ত প্রকল্পের আওতায় যে কোন কাজে অংশগ্রহন না করতে পারে সেজন্য Debar করা হয়।

৫.০ পর্যালোচনাঃ

৫.১ প্রাক্কলনে স্যালভেজ হিসাবে প্রাপ্ত ১৪৩৬৫টি পুরানো ইটের ১০০% ব্যবহারের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে প্রাক্কলনের সমপরিমান সরাসরি মাপ বহি থেকে কর্তন করা হয়েছে। মুদ্রনের ভুল সংশোধনের বিষয়টি অডিট আপত্তিকালে বিবেচনায় নেয়া হয়নি।

৫.২ ঠিকাদার সমুদয় কাজ বাস্তবায়নে সম্মত না হওয়ায় অসম্পাদিত কাজের উপর ১০% জরিমানা সহ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে সরকারী বিধি অনুসরন করে De-bar করা হয়।

৫.৩ নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব খন্দকার মোঃ মাহবুব হোসেন এর বক্তব্যে তিনি প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দের অপ্রতুলতা এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের আবেদনের প্রেক্ষিতে যথাযথ নিয়ম অনুসরন করে প্রকল্প পরিচালক সময় বর্ধন করেন বলে জানান। ফান্ড স্বল্পতার কারনে তিনি ১ম চলতি বিলের সমুদয় অর্থ তিনটি কিস্তিতে এবং ২য় চলতি বিলের একটি কিস্তি সহ মোট ৩৪,১৯,২৪৫.০০ টাকা পরিশোধ করেন। নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোল্লা মিজানুর রহমান ২য় চলতি বিলের বিপরীতে ৩০.০৩.২০১৩ইং তারিখে ৫,০০,০০০.০০ টাকা এবং ২৬.০৫.২০১৩ইং তারিখে ৪,০০,০০০.০০ টাকা পরিশোধ করেন।

৫.৪ কাজটি বাস্তবায়নের জন্য ০৫.০৪.২০১১ই ং তারিখ থেকে ৩০.১২.২০১৩ইং তারিখ পর্যন্ত মোট ৪ দফায় সময় র্ধন করা হয়েছে। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রতিবারই ঠিকাদারের আবেদন ও নির্বাহী প্রকৌশলীর সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রকল্প পরিচালক সময় বৃদ্ধি করেন যা যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরন করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

৬.০ মন্তব্য ও সুপারিশঃ

৬.১ সিএজি'র ২০১১-২০১২ সালের বার্ষিক অডিট রিপোর্টভুক্ত অনুচ্ছেদ ১(১) এ বর্ণিত "অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জনগুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (IRIDP)" এর আওতায় টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল উপজেলাধীন Improvement of Jordighi-Karim Chairman House road from Ch: 00m-2000m & Construction of 7 Nos U-Drain in the same road উন্নয়ন

কাজে উদ্ধারপ্রাপ্ত মালামাল সরাসরি Measurement থেকে কর্তন করা হয়েছে যা প্রাক্কলন ও পরিমাপবই মোতাবেক সঠিক আছে। এখানে সরকারী কোষাগারে টাকা জমা দেওয়ার প্রাসঙ্গিকতা নাই।

৬.২ ঠিকাদারের সময় বৃদ্ধির আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক যথাযথ প্রক্রিয়ায় সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ঠিকাদার সম্পূর্ন কাজটি সম্পাদনে ব্যর্থ হওয়ায় তার বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ২,৬৪,০২২.০০ টাকার জরিমানা আরোপ করে সরকারী কোষাগারে জমা করা হয়েছে এবং ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে ভবিষ্যতে উক্ত প্রকল্পের আওতায় যে কোন কাজে অংশগ্রহন না করতে পারে সেজন্য De-bar করা হয়েছে।

(মোঃ এনামুল হক খান)
উপ-প্রকল্প পরিচালক, LBC প্রকল্প
সদর দপ্তর, এলজিইডি।
ও
সদস্য, তদন্ত কমিটি।

২১/১০/২২
(মোঃ আব্দুল ওহাব)
প্রকল্প পরিচালক, এলজিইডি
(সাবেক উপ-প্রকল্প পরিচালক, RMSU)
সদর দপ্তর, এলজিইডি।
ও
সদস্য, তদন্ত কমিটি।

২১/১০/২২
(মোঃ নুর হোসেন হাওলাদার)
অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ বিভাগ
(সাবেক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা অঞ্চল)
এলজিইডি।
ও
আহবায়ক, তদন্ত কমিটি।

সংসদ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭।
www.lged.gov.bd

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

স্মারক নং - ৪৬.০২.০০০০.০০৬.০১.০০৬.২০১৯,৯৬০

তারিখ ৩০/০৩/১৪২৬ বাং
১৪/০৭/২০১৯ ইং

প্রতি,
নির্বাহী প্রকৌশলী
এলজিইডি, জেলাঃ টাঙ্গাইল।

বিষয়: টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার/নাগরপুর উপজেলার উপজেলা প্রকৌশলী গনের অফিসে অনিয়মিত উপস্থিতির বিষয়ে তদন্ত পূর্বক প্রতিবেদন দাখিল প্রসঙ্গে।

সূত্র: ১১.০০.০০০০.৭৩১.৩১.০১৯.১৯.১১৪ তারিখ: ২৮/০৬/২০১৯খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, একাদশ জাতীয় সংসদের সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৬ষ্ঠ বৈঠকে (২০/৬/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত) টাঙ্গাইল জেলার ১টি অডিট আপত্তির [অনুচ্ছেদ ১(১), সিএজি'র ২০১১-২০১২ সালের সিএজি'র বার্ষিক রিপোর্ট] উপর আলোচনাকালে দেলদুয়ার ও নাগরপুর উপজেলা প্রকৌশলী গনকে অফিসে খুজেঁ পাওয়া যায় না মর্মে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে।

এমতাবস্থায়, বিষয়টি তদন্ত করে আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য অনুরোধ করা হলো।

১১/৭/১৯

(মোঃ খলিলুর রহমান)
প্রধান প্রকৌশলী (চঃদাঃ)
ফোন: ৯১২৪০২৭
ই-মেইল: ce@lged.gov.bd

স্মারক নং - ৪৬.০২.০০০০.০০৬.০১.০০৬.২০১৯,৯৬০/১(৬)

তারিখ: ৩০/০৩/১৪২৬ বাং
১৪/০৭/২০১৯ ইং

অনুলিপিঃ

১। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন), এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।
২। উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, উপজেলাঃ দেলদুয়ার/নাগরপুর, জেলাঃ টাঙ্গাইল।
৩। অফিস কপি।

১৪/৭/২০১৯

(মোঃ সিদ্দিকুর রহমান)
নির্বাহী প্রকৌশলী (অডিট)
ফোন-৯১২৪৩৮১
ই-মেইল: audit@lged.gov.bd

নিঃ প্রঃ, এলজিইডি, টাঙ্গাইল
Pl. বিষয়োক্ত উল্লেখিত তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য পুনরায় অনুরোধ করা হলো।
সংসদ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।
বিষয়টি জরুরী
২৪/৯/২০১৯ ইং
নিঃ প্রঃ (Audit), H/Q
01720966696

xen.audit
@lged.gov.bd.

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
জেলা-: টাঙ্গাইল
www.lged.gov.bd

স্মারক নং-৪৬.০২.৯৩০০.০০০.১৮.০৭৫.১৯. ৪২৯৬ তারিখ: ২৪.০৯.২০১৯ইং

প্রতি,

প্রধান প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
এলজিইডি ভবন,আগারগাঁও,শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭।

বিষয়ঃ টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার/নাগরপুর উপজেলার উপজেলা প্রকৌশলী গনের অফিসে অনিয়মিত উপস্থিতির বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল প্রসংগে।

সূত্র স্মারক নং-৪৬.০২.০০০০.৯০০৬.০১.০০৬.২০১৯.১৩০ তারিখ: ১৪-০৭-২০১৯ইং

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার/নাগরপুর উপজেলার উপজেলা প্রকৌশলী গনের পরিবার কর্মস্থলের বাহিরে অবস্থান করেন বিধায় সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী গন সরকারী ছুটির দিন গুলিতে নিম্ন স্বাক্ষর কারীর অনুমতি ক্রমে কর্মস্থলের বাহিরে অবস্থান করেন। তবে জরুরী প্রয়োজনে সরকারী ছুটির দিনে এবং অফিস খোলার দিন গুলিতে দাপ্তরিক কাজ কর্ম সহ উন্নয়ন মূলক কাজ তদারকিতে সুষ্ঠ ভাবে দায়িত্ব পালন করেন।

24.09.2019

(মোঃ গোলাম আজম)
নির্বাহী প্রকৌশলী
ফোন নং-০৯২১-৬৪২৬১
E- mail:xen.tanagil@lged.gov.bd

অনুলিপি:
-তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী(প্রশাসন) এলজিইডি, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

F:\My docoment\SE-2.doc